ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের পরানো টি-শার্ট পোড়ালেন ফিলিস্তিনিরা

সারে-জমিন

নলহাটিতে অপসংস্কৃতি রুখতে এগিয়ে এলেন গ্রামের বয়স্করা

রূপসী বাংলা

গাজায় শেষ পর্যন্ত গণহত্যাযজ্ঞ ঘটেছে

সম্পাদকীয়

হিমঘর না থাকায় জলের দরে টমেটো বিক্রি হচ্ছে পুরুলিয়ায়

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
৫ ফাল্গুন ১৪৩১
১৯ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

স্পিনে সব ওভার, সব উইকেট: ক্রিকেটে নতুন বিশ্ব রেকর্ড

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 48 ■ Daily APONZONE ■ 18 February 2025 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জ্ঞানেশ কুমার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, বিবেক যোশী কমিশনার

আপনজন ডেস্ক: সোমবার নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন মন্ত্রক। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সদস্যদের নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন আইনে জ্ঞানেশ কুমারই প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তাঁর মেয়াদ ২০২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি, নির্বাচন কমিশনের আগামী লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাব্য নির্ঘণ্ট ঘোষণার কয়েকদিন আগে পর্যন্ত। ১৯৮৯ ব্যাচের হরিয়ানা ক্যাডারের অফিসার বিবেক যোশীকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ২৬তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনরা জ্ঞানেশ কুমার চলতি বছরের শেষের দিকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৬ সালে কেরল ও পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনের তত্ত্বাবধান করবেন। একইভাবে ২০২৬ সালে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেরও তত্ত্বাবধান করবেন তিনি।

‘বিকাতন’ পত্রিকার ওয়েবসাইট ব্লক করল কেন্দ্র, চাপে প্রত্যাহার

ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির শিকল পরা ব্যঙ্গচিত্র, কোপে সাময়িকী

আপনজন ডেস্ক: ভারতের তামিলনাড়ুর ‘বিকাতন’ সাময়িকীতে ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ব্যঙ্গচিত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে শিকল পরা অবস্থায় বসে আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরপর বিকাতনের ওয়েবসাইট ভারত সরকার বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে। পরে যদিও তা আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। তামিলনাড়ুর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ‘বিকাতন’-এর ওয়েবসাইট বন্ধ করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। সরকারের এই ‘পদক্ষেপের’ নিন্দা জানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সাংবাদিক সংগঠনগুলো। বিকাতনের ওয়েবসাইট বন্ধের আগে কোনও নোটিশ বা আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে ভারতে ব্যাপক পরিসরে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এই পদক্ষেপকে অনেকেই সমালোচনামূলক সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধের ন্যক্কারজনক চেষ্টা হিসেবে দেখছেন। এর লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এমন একটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে, যাদের শত বছরের ইতিহাস রয়েছে। ‘বিকাতন’ সাময়িকীতে ব্যঙ্গচিত্রে ট্রাম্পের পাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শিকল পরা অবস্থায় বসে থাকার ছবি প্রকাশ হওয়ায় ওই ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদ জানান তামিলনাড়ু রাজ্যের বিজেপি নেতারা। এর পরপরই বিকাতনের ওয়েবসাইটে ঢোকা যাচ্ছিল না। পরে বিকাতন কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন ওয়েবসাইটটি ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন বলেছেন, ‘বিকাতন মিডিয়া গ্রুপের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি হামলা। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী নিয়ন্ত্রণ (সেন্সরশিপ) সহ্য করা হবে না।’ নিউজ পোর্টাল দ্য ওয়্যারের সঙ্গে আলাপচারিতায় সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক দ্য হিন্দু গোষ্ঠীর পরিচালক এন রাম। তিনি বলেন, ‘তারা যেটা করেছে, তা সম্পূর্ণ অবৈধ ও গভীর উদ্বেগজনক। অনেক পাঠক অভিযোগ করেছেন, হঠাৎ করেই তারা বিকাতনের ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারছিলেন না। এটা স্পষ্ট যে ওয়েবসাইটে পাঠকদের প্রবেশ বন্ধের পেছনে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিকাতন গ্রুপের একমাত্র ডিজিটাল প্রকাশনা–বিকাতন প্লাসে যে ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল, তার সঙ্গে এই স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের সম্পর্ক রয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রটি প্রধানমন্ত্রী মোদির দুই দিনের মার্কিন সফর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার বৈঠকের আগে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতীয় নাগরিকদের হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে দীর্ঘ ফ্লাইটে সামরিক উড়োজাহাজে করে পাঠানোর মাধ্যমে মার্কিন সরকার যে অমানবিক আচরণ করেছে, সে বিষয়ে ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর সন্দেহজনক নীরবতাকে এই ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।’ সমালোচনা করে এন রাম আরও বলেন, ‘সম্পাদকীয় মতামত ও ব্যঙ্গাত্মক হিসেবে দেখলে ব্যঙ্গচিত্রটি পুরোপুরি বৈধ সাংবাদিকতা। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসার সময় প্রধানমন্ত্রীর হাত বেঁধে রাখাটা একটি প্রতীকী চিত্রায়ণ।’ ব্যঙ্গচিত্রটি পাঠকদের মনে দাগ কেটেছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আবার ব্যঙ্গচিত্রটি ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। ব্যঙ্গচিত্রটি প্রকাশের কারণে বিকাতনের ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চেয়ে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (পিসিআই) এবং ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এল মুরুগানের কাছে অভিযোগ করেছেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই।

মসজিদ ভাঙা নিয়ে আদালত অবমাননার সুপ্রিম নোটিশ উত্তরপ্রদেশকে

আপনজন ডেস্ক: আগাম নোটিশ এবং শুনানির সুযোগ ছাড়াই দেশজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ নিষিদ্ধ করার ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের রায় লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তরপ্রদেশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়ের করা অবমাননার আবেদনের বিষয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ জারি করেছে। আবেদনকারীরা দাবি করেন গত ৯ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ১৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করে ইউপির কুশীনগরের হাতায় অবস্থিত মাদনি মসজিদের বাইরের অঞ্চল এবং সামনের অঞ্চলটি ভেঙে দিয়েছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রশাসন ভবন ভাঙার আগে তাদের শুনানির সুযোগ দেয়নি এবং যা অনুমোদিত পরিকল্পনার বাইরে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুমোদিত ছিল। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ব্যবস্থা ছাড়াও, আবেদনকারীরা স্থিতাবস্থা এবং ক্ষতিপূরণ চান। এরপর বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়ে বলেছে, আবেদনকারীরা জানিয়েছে ১৯৯৯ সালের পৌর কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। তাই ভাঙাটা আদালতের জারি করা নির্দেশাবলির চরম অবমাননা। বিবাদীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যক্রম কেন শুরু করা হবে না তা দুই সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই মসজিদ আর ভাঙা হবে না।

দেশের ছয়টি জাতীয় দলের মোট আয়ের ৭৫% একা বিজেপির

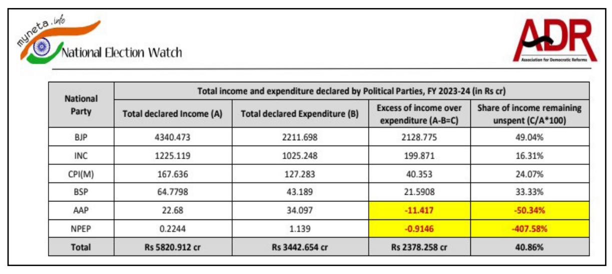

National Party	Total income and expenditure declared by Political Parties, FY 2023-24 (in Rs cr)			
	Total declared Income (A)	Total declared Expenditure (B)	Excess of income over expenditure (A-B=C)	Share of income remaining unspent (C/A*100)
BJP	4340.473	2211.698	2128.775	49.04%
INC	1225.119	1025.248	199.871	16.31%
CPI(M)	167.636	127.283	40.353	24.07%
BSP	64.7798	43.189	21.5908	33.33%
AAP	22.68	34.097	-11.417	-50.34%
NPEP	0.2244	1.139	-0.9146	-407.58%
Total	Rs 5820.912 cr	Rs 3442.654 cr	Rs 2378.258 cr	40.86%

আপনজন ডেস্ক: অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস (এডিআর)-এর সোমবার একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিজেপি ২০২৩-২৪ সালে ৪,৩৪০.৪৭ কোটি টাকা আয় ঘোষণা করেছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮৩.৮৫ শতাংশ এবং ছয়টি জাতীয় দলের মোট আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ ৫,৮২০.৯১ কোটি টাকা বিজেপির। গত অর্থবর্ষে কংগ্রেসের আয় ছিল ১,২২৫.১১ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ সালের তুলনায় ৭৭২.৭৪ কোটি টাকা বা ১৭০.৮২ শতাংশ বেশি। সিপিআই(এম) ১৬৭.৬৩ কোটি টাকা, বিএসপি ৬৪.৭৭ কোটি, আপ ২২.৬৮ কোটি টাকা এবং এনপিপি ২২.৪৪ কোটি টাকা আয় ঘোষণা করেছে। অনুদানের মাধ্যমে বিজেপি ৩,৯৬৭.১৪ কোটি টাকা, কংগ্রেস ১১,১২৯.৬৬ কোটি টাকা, সিপিআই (এম) ৭৪.৮৬ কোটি টাকা, আপ ২২.১৩ কোটি টাকা এবং এনপিপি ১৭.৬৯ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এর মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১,৬৮৫.৬২ কোটি টাকা বা তাদের মোট আয়ের ৩৮.৮৪ শতাংশ নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে, কংগ্রেস পেয়েছে ৮২৮.৩৬ কোটি টাকা (৬৭.৬১ শতাংশ)। আপ নির্বাচনী বন্ড এবং নির্বাচনী ট্রাস্টের মাধ্যমে ১০.১৫ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে। সিপিআই (এম), বিএসপি এবং এনপিপি অধুনালুপ্ত বন্ড রুটের মাধ্যমে কোনও অনুদান পায়নি। বিজেপির আরেকটি বড় আয়ের উৎস ছিল ৩৬৯.০৩ কোটি টাকার আমানতের সুদ এবং কংগ্রেস কুপন জারি করে ৫৮.৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। সিপিআই(এম)-এর ৪৯.০৮ কোটি টাকা এসেছে পার্টি লেভি ও সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে। বিএসপির আয়ের প্রধান উৎস ছিল ৩৮.১৮ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক সুদ। বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিআই (এম) তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এএপি, এনপিপি এবং বিএসপিরও ২০২২-২৩ সালের তুলনায় তাদের আয় হ্রাস পেয়েছে। এডিআর বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে আপ এবং কনরাড সাংমার নেতৃত্বাধীন এনপিপি তাদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করেছে। আপ তাদের আয়ের চেয়ে ৩৪.০৯ কোটি টাকা বা ৫০.৩৪ শতাংশ বেশি ব্যয় করেছে এবং এনপিপি ১.১৩ কোটি টাকা বা ৪০৭.৫৮ শতাংশ ব্যয় করেছে। বিজেপির ব্যয় ২,২১১.৬৯ কোটি টাকা বা তাদের মোট আয়ের ৫০.৯৬ শতাংশ এবং কংগ্রেস ১,২২৫.১১ কোটি টাকার মধ্যে ৮৩.৬৯ শতাংশ বা ১,০২৫.২৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। সিপিআই(এম) ১২৭.২৮ কোটি টাকা (৭৫.৯৩ শতাংশ) এবং বিএসপি ৪৩.১৮ কোটি টাকা বা ৬৬.৬৭ শতাংশ ব্যয় করেছে। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির সর্বোচ্চ খরচ হয়েছে ১৭৫৪.০৬ কোটি টাকা এবং প্রশাসনিক খরচ বাবদ খরচ হয়েছে ৩৪৯.৭১ কোটি টাকা।

সরকারি মাদ্রাসায় অমুসলিম শিক্ষক প্রায় ৪০ শতাংশ, মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তাঁদের মত

■ সম্প্রতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর মাদ্রাসা বিষয়ক মন্তব্যে ক্ষোভে ফুঁসছে সংখ্যালঘু মহল থেকে শুরু করে মাদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত অমুসলিম শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারীরাও। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে এ বছর রাজ্যের বাজেটে ৬০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম, ১০০টি ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং ৭৬টি মাদ্রাসায় সায়েন্স ল্যাবরেটরি মানোন্নয়নের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, বিরোধীদের পক্ষ থেকে ৬০০টি নতুন মাদ্রাসা সরকারি ভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন সময়ে মুসলিম সম্প্রদায় ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করে চলেছেন। এর প্রতিবাদে মাদ্রাসার শিক্ষক সংগঠনের নেতা আবু সুফিয়ান পাইক প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে প্রায় ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং চল্লিশ শতাংশ কর্মী অমুসলিম সম্প্রদায়ের। পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের একটি বড় অংশও অমুসলিম সম্প্রদায়ের। মাদ্রাসা সম্পর্কে অকপটে তাঁরা কি জানালেন তা তুলে ধরেছেন ‘আপনজন’ সাংবাদিক **এম মেহেদী সানি**।

”

আমি দীর্ঘ ১৫ বছর মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা করছি। ১২ বছর সহ-শিক্ষিকা থাকার পর গত ৩ বছর হল প্রধান শিক্ষিকা হয়েছি। আমার চোখে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা পড়েনি। ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষা লাভ করছে।

দীপান্বিতা পাল
প্রধান শিক্ষিকা, পান্ডুয়া সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসা, হুগলি

”

মাদ্রাসা ও স্কুল শিক্ষা দুটি সম মানের সমান্তরাল প্রক্রিয়া। যে বা যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অযথা কুৎসা রটাচ্ছে তার নিন্দা জানাচ্ছি। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে আমি গর্বিত। মাদ্রাসাতে ভালো মানের সময়োপযোগী শিক্ষাদান করা হয়। জেনারেল সাবজেক্ট গুলির পাঠক্রম বিজ্ঞানসম্মত ও আধুনিক। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষিকা গণ সমাজের প্রকৃত মানুষ তৈরিতে ব্রতী।

শম্পা পাত্র
প্রধান শিক্ষিকা, হাতিয়াড়া গার্লস হাই মাদ্রাসা, উত্তর ২৪ পরগনা

”

আমি ২০০৭ সাল থেকে বর্তমানে মাদ্রাসায় কর্মরত। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা বা পড়ুয়াদের কোনও কুরুচিকর শিক্ষা দেওয়া হয় না।

মৃন্ময় শী *ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, নুরপুর হাই মাদ্রাসা, দ. দিনাজপুর*

”

মাদ্রাসাতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের আগে স্কুলে শিক্ষাকতা করেছি ১৩ বছর। মাদ্রাসাতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছি দীর্ঘ ১৫ বছর। মাদ্রাসা ও স্কুলের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারিনি।

সাধনা বর্মন *প্রধান শিক্ষক, পাঁচলা গার্লস হাই মাদ্রাসা, হাওড়া*

”

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায় সমস্ত পাঠ্যপুস্তক মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মতোই। মাদ্রাসায় অতিরিক্ত আরবি ও ইসলাম পরিচয় পড়ানো হয়, যা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি করে।

গৌতম মন্ডল *প্রধান শিক্ষক, মেয়ানাপুর মেহেরাবিয়া হাই মাদ্রাসা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা*

”

আমার মাদ্রাসায় ২২ জনের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু শিক্ষক। মাদ্রাসা হল একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা।

অভিজিত দাস *সহ-শিক্ষক, এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা, মেদিনীপুর*

”

ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার সময় যে সম্মান পেয়েছি তা স্কুলে থাকলে হয়তো পেতাম না। এখন বীরভূমের মাদ্রাসায় কর্মরত। সেখানেও সম্প্রীতির বাতাবরণ।

অর্ণব সরকার *সহ-শিক্ষক, চুনরি হাই মাদ্রাসা, বীরভূম*

”

সিনিয়র মাদ্রাসা হওয়া সত্ত্বেও আমার মতো ৩-৪ জন হিন্দু স্টাফ স্বাচ্ছন্দে চাকরি করছে, কোনো অসুবিধা হয় না।

বিকর্ণ আগিয়ান
কেঁশিলি বরকতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

”

আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা করছি, আমাদের মাদ্রাসাতে প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অমুসলিম। যেটা সম্প্রীতির অনন্য নজির।

সঞ্জীব কান্তি মন্ডল *সহ-শিক্ষক, জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা*

”

মাদ্রাসায় শিক্ষাকতার বয়স ১৫ বছর হয়ে গেল। মুসলিম অমুসলিম সকলে একই টিফিন বক্সে খাওয়া দাওয়া করি। এখানে ধর্মীয় কোনো বিভাজন নেই।

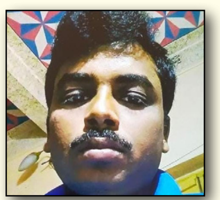

প্রশান্ত ডগরা *সহ-শিক্ষক, নুরপুর হাই মাদ্রাসা, সরিষা*

”

বেশ কয়েক বছর হল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে এসেছি। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি বিনয়ী।

রাধেশ্যাম সামন্ত *প্রধান শিক্ষক, বিশালক্ষ্মীপুর পুনা শাহ হাই মাদ্রাসা*

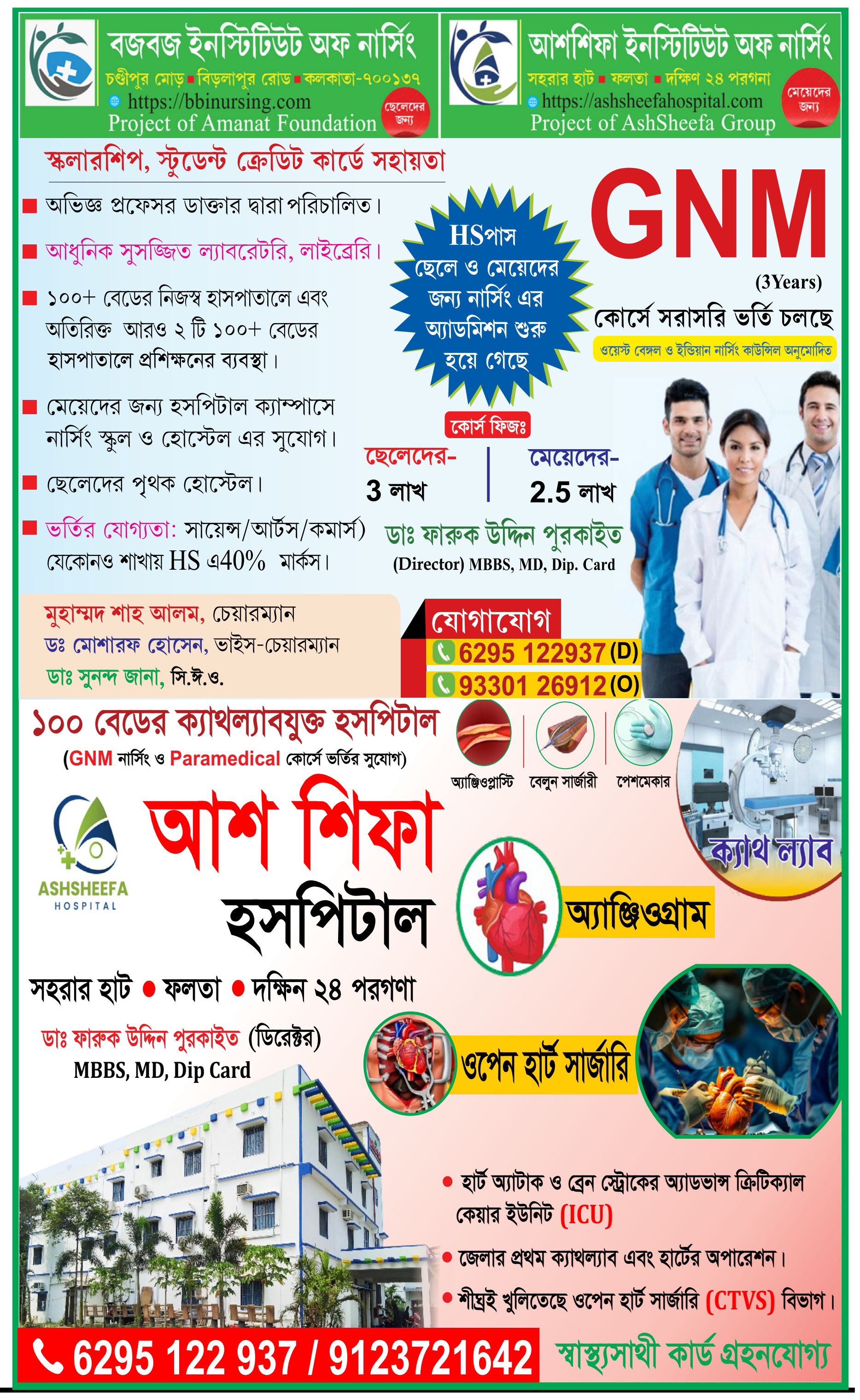

প্রথম নজর

পরীক্ষার চতুর্থ দিন এক আলিম পরীক্ষার্থীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: পরীক্ষার চতুর্থ দিন সোমবার মারা গেলেন মালদা জেলার এক আলিম পরীক্ষার্থী। এদিন ছিল আলিমের অঙ্ক পরীক্ষা। সব প্রস্তুতি থাকলেও অঙ্ক পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। জীবনের অঙ্কের হিসেব গরমিল করে রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি দিলেন মালদা জেলার কালিয়াচক -১ ব্লকের ইসলামিয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার (ফাজিল) ছাত্র হেজাবুল্লাহ। তার পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল নয়মৌজা সুভহানিয়া হাই মাদ্রাসায়। প্রথম তিনটি পরীক্ষা ভালোভাবেই দেয় হেজাবুল্লাহ। তবে রবিবার রক্তবমি করলে তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে তার পরিবার। তার বাবা নুর ইসলাম অসুস্থ ছেলের পরীক্ষার ব্যবস্থা মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করার জন্য আবেদন করেন । মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এদিন হাসপাতালে অসুস্থ হেজাবুল্লাহর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগেই এদিন সকাল আটটা নাগাদ হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। পরীক্ষার্থীর মৃত্যুতে গোটা জেলায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিন বিকেলে কালিয়াচক যদুপুর নয়াগ্রামে তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার জানাযায় মানুষের ঢল নামে। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দীনের নির্দেশে মৃত পরীক্ষার্থীর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন মাদ্রাসা বোর্ডের দুই সদস্য মহম্মদ সাকিলুর রহমান ও মহম্মদ জাকির হোসেন সহ ডিএলএসি সদস্য আবদুল লাহিল মামুন।

মাধ্যমিক চলাকালীন তারস্বরে মাইক বাজিয়ে দলীয় অফিসের সূচনা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন জয়নগরে তৃণমূলের শিক্ষক বিধায়ক তারস্বরে মাইক বাজিয়ে পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন। তার এই কীর্তিতে সমালোচনায় মুখর বিরোধী দল থেকে তাঁর নিজের দলের নেতৃত্ব। আর এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে।চলছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার মধ্যে সোমবার ইতিহাস পরীক্ষা। রবিবার বাড়িতে বসে তার চূড়ান্ত প্রস্তুতি যখন নিচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সেই সময়কেই উপযুক্ত সময় হিসাবে বেছে নিলেন জয়নগরের তৃণমূলের শিক্ষক বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, দলের আইএনটিটিইউসি পার্টি অফিস উদ্বোধন করার জন্য। বারাশত ২ নম্বর প্লাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় রবিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে তারস্বরে বাজলো একাধিক মাইক। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে। অভিযোগ, রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস জয়নগর এক নম্বর ব্লকের নেতৃত্বদেরকে সাথে নিয়ে মঞ্চ বেঁধে সভা করে আইএনটিটি ইউসির পার্টি অফিস উদ্বোধন করলেন এতেই প্রশ্ন উঠেছে ওই শিক্ষক বিধায়ক কি ভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আগে পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে এইভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করলেন। দক্ষিণ বারাশতে যেখানে মাইক বাজিয়ে তিনি সভা করলেন। তাঁর ২০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য হাই স্কুল আর ৭০ মিটারের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ। বিধায়ক নিজে সেই কলেজের গভর্নিং বডিরস ভাপতি। আর হাই স্কুলের সভাপতি তারই বড় শ্যালক তাপস বিশ্বাস। সেই শিক্ষক বিধায়কের এহেন কীর্তিতে সমালোচনায় মুখর তারই দলেরই জেলা পরিষদের সদস্য তথা জয়নগরের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের প্রতিনিধি শিক্ষক খান জিয়াউল হক। যদিও সংবাদ মাধ্যমের কাছে মাইক বাজানোর কথা অস্বীকার করেছেন বিধায়ক।

হাসপাতালের বেডে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল অসুস্থ পরীক্ষার্থী

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।
ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মুর্শিদাবাদের জিতারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ।
অসুস্থ ওই পরীক্ষার্থীর নাম তুহিনা খাতুন। জানা যায় ওই ছাত্রী হরিহরপাড়ার বারুইপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের, তার পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল জিতারপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রশাসনের সহযোগিতায় তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হরিহরপাড়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসার পর সুস্থ হলে হাসপাতালের বেডে বসেই ইতিহাস পরীক্ষা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে ওই পরীক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করেন হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, তিনি বলেন সুস্থ হওয়ার পর ওই ছাত্রী বেডে বসে পরীক্ষা দেয় এখন আর কোন সমস্যা নেই বলে জানান তিনি।

পুরুলিয়ায় বহুতলের বেআইনি ৫ম তল দ্রুত ভাঙার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়ার একটি বহু দলের বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুরুলিয়া শহরের একটি বহুদল অ্যাপার্টমেন্টের পঞ্চম তলা পুরোপুরি বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছে। ওই পর্যন্ত অতি দ্রুত ভাঙ্গা নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ অ্যাপার্টমেন্টটি প্রথমে চারতলা ছিল পরে নতুন করে পঞ্চম তলা তৈরীর কাজ শুরু হলে আপত্তি জানান এক মামলাকারী সংশ্লিষ্ট জায়গায় অভিযোগ জানানোর পর ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে তিনি মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টে আদালত পর্যবেক্ষণ করে এবং সেখানে আলাদা ভাবে পঞ্চম তলা নির্মাণ বেআইনি বলে তথ্যপ্রমাণ আদালতের কাছে জমা পড়ে। সোমবার এই মামলার শুনানি ছিল। সেখানে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী আদালতে জানান ১২ ফুটের রাস্তায় জি প্লাস ফাইভ বানানো বেআইনি। যদিও রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয় রাস্তার মাপ ১৪ ফুট এর কাছাকাছি ১৫ দিনের মধ্যে ওই বেআইনি অংশ বাসিন্দাদের ডেকে শুনানি করে যত দ্রুত সম্ভব ভাঙার নির্দেশ দেন বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে কলকাতা বিধান নগর হাওড়ায় বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। একাধিক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ হয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয় এবং আদালত অনেক ক্ষেত্রেই বেআইনি অংশ ভাঙার নির্দেশ দেয়। কিছুদিন আগে সল্টলেকে একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুরোসভা কে সময়সীমা বেধে দিয়েছিল হাইকোর্ট শুধু তাই নয় যদি স্থানীয় প্রশাসন বেআইনি অংশ ভাঙতে না পারে তাহলে আদা সামরিক ডাকা হবে বলেও হুশিয়ারি দিয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এবার পুরুলিয়া শহরে একটি বহুতল কিভাবে বেআইনি হল তা প্রশ্নের মুখে হাইকোর্টের। হাইকোর্টের সোমবারের এই নির্দেশে পুরুলিয়া শহরে ওই অ্যাপার্টমেন্টে হইচই পড়ে গিয়েছে।

সিভিকের দ্রুত চেষ্টায় অ্যাডমিট পেয়ে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হল পরীক্ষার্থী

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার সেরাজুল ইসলামের তৎপরতায় অ্যাডমিট পেয়ে সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর হাইস্কুলে পরীক্ষায় বসলেন নুর ইসলাম নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জানা গিয়েছে, সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার চতুর্থদিন। তড়িঘড়ি করে বাড়িতে এডমিট রেখেই সামশেরগঞ্জের চাচন্ড বাসুদেবপুর জালাদিপুর হাইস্কুলে চলে আসেন কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের ছাত্র নুর ইসলাম। কিন্তু এডমিট না থাকায় সেন্টারে প্রবেশ করতে না পেরে হতাশায় পড়ে যায় সে। অন্যান্য দিনের মতোই সামশেরগঞ্জ থানার সিভিক ভলান্টিয়ার সিরাজুল ইসলাম তখন বাসুদেবপুর-জালাদিপুর হাই স্কুলের সামনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ডিউটিতে ব্যস্ত, এমন অবস্থায় হঠাৎই নজরে আসে স্কুলের সামনে বিষন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী একজন ছাত্র। বিষয়টি নজরে আসে সামশেরগঞ্জ থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলামের। তড়িঘড়ি ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে রতনপুরে অবস্থিত নুর ইসলামের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন সেরাজুল ইসলাম। তারপরেই কার্যত তার বাড়ি থেকে এডমিট নিয়ে আসা হয় নুর ইসলামের। পরীক্ষার মাত্র কয়েক মিনিট আগে এডমিট পেয়ে সেন্টারে প্রবেশ করে পরীক্ষায় বসার সুযোগ মেলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। সিভিক ভলেন্টিয়ার সেরাজুল ইসলামের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারায় খুশি হন নুর ইসলাম। ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিভিক সেরাজুল ইসলামকে।
একজন ছাত্রের পাশে দাঁড়াতে পেয়ে খুশি হন সিভিক সেরাজুল ইসলামও। এদিকে সেরাজুল ইসলামের এমন তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চাচন্ড বাসুদেবপুর জালাদিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান। সিভিক ভলান্টিয়ার সিরাজুল ইসলামকে তার এই কর্মতৎপরতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা।

বাউড়িয়া জুটমিলে এক শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গ্যাস অম্বল সারিয়ে দেবে বলে চটকল কর্মীকে ডেকে সহকর্মীরা মশকরা করতে গেলে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। রবিবার বাউড়িয়া জুটমিলে এ শিফটে কাজ করার সময় ১০.৩০ মিনিটে পাট ঘরের কিছু শ্রমিক নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি করতে গিয়ে কাজের হাওয়া দেওয়া পাইপ দিয়ে সাবের মল্লিক নামে একজন শ্রমিকের পিছন দিয়ে শরীরে হাওয়া ঢুকিয়ে দেয় । শ্রমিক টি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে মিল ডিসপেন্সারি সেখান থেকে উলুবেড়িয়া ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যায় , উলুবেড়িয়া ইএসআই হাসপাতাল রেফার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সেখানে ভর্তি হয়। তারা তিন ঘন্টা চিকিৎসার পর রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকায় মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালে রেফার করে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন শ্রমিকটি রাত আট টায় মারা যান ।
শ্রমিকে শ্রমিকে ইয়ার্কি করতে গিয়ে একটি জীবন চলে গেল। সাবের মল্লিক বয়স ৫২ বছর গ্রাম চকমধু উলুবেড়িয়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের স্হায়ী বাসিন্দা , সাবের মল্লিকের স্ত্রী, ও একটি করে ছেলে মেয়ে আছে, মেয়ে টি এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মাদ্রাসা বোর্ড থেকে খাসখামার হাই মাদ্রাসার ছাত্রী । ছেলেটি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মিলের শ্রমিকদের অভিযোগ, মিল ম্যানেজমেন্টের উপযুক্ত নজরদারির অভাবে এই ধরনের অঘটন ঘটল এবং সাত হাজার শ্রমিকের জুটমিলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে মিল ডিসপেনসারিতে চার মাস হল কোন ডাক্তার নেই । মৃত শ্রমিকের বউ মামুদা বেগম ও মা দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং মিল ম্যানেজমেন্টের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন । জুটমিল ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক সংগঠন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জুট টেক্সটাইল ওয়াকস্ এর সাধারণ সম্পাদক রাজীব আলি লস্কর বলেনম বর্তমানে জুটমিল গুলিতে কাজের চাপ বেড়েছে। সঙ্গে থ্রেড কালচার চলছে। মিল আধুনিকরণের নামে দীর্ঘদিনের শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে, সপ্তাহে ছয়দিন কাজ হচ্ছে না । কম মজুরিতে দ্রব্যমূল্যের বাজারে সংসার চলছে না। শ্রমিকরা নিজেদের কষ্টকে পাথেয় করে কাজের চাপের মাঝেও নিজেদের মধ্যে একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা করে নিজেদের মন কে হালকা করে মন ভালো রাখতে। আইন আইনের পথে চলুক, যদি কেউ দোষ করে থাকে আইনত উপযুক্ত শাস্তি পাক সঙ্গে পরিবার যাহাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় ।

গাড়ি উল্টে জখম তিন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিল হাসপাতালে বসে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সোমবার ছিল মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা। বাড়ি থেকে তিন সহপাঠী একটি টোটো গাড়ি চেপে সকালে পরিক্ষা দিতে বার হয়।
যাওয়ার পথে মেরিগঞ্জ এক নম্বর অঞ্চল ও দুই নম্বর অঞ্চলের মধ্যবর্তী পাঁচ নম্বর এলাকায় টোটো গাড়ি উল্টে গুরুতর যখম হয় তিন ছাত্রী কেল্লা বাজার সংলগ্ন রমানাথ হাই স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল তারা কচিয়ামারা হেমচন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী তারা।
এই ঘটনায় মাবিয়া মণ্ডল, আফরিনা লস্কর, তসলিমা সর্দারকে পথ চলতি মানুষজন উদ্ধার করে নিয়ে আসে জয়নগর কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখানেই তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন ডোঙ্গাজোড়া রমানাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক মন্ডলী ও পুলিশি পাহারার মধ্য দিয়ে হাসপাতাল চত্বরে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।
পরীক্ষায় বসতে ২০ মিনিট দেরি হওয়ার কারণে পরীক্ষক তাদেরকে কুড়ি মিনিট অতিরিক্ত সময় দেন পরীক্ষক।

শো-কজের জবাব মেয়রকে দিলেন কাউন্সিলর শচীন সিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নারকেলডাঙা অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শচীন সিংহকে যে শোকজ করা হয়েছিল তার জবাব পাঠালেন। রবিবার কাউন্সিলর শচীন সিংহ তৃণমূল কাউন্সিলর দলের মুখ্য সচেতক বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর কাছে তার মোকজের জবাব লিখিত আকারে জমা দেন। সেই লিখিত জবাব পাওয়ার পর তা পড়ে নিজের মত নোট আকারে জবাব এর সঙ্গে যুক্ত করে বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত সোমবার কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে জমা দেন। এরপর যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা নেবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। নারকেলডাঙার ঘটনার পর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শচীন সিংহের কাছ থেকে শোকজ লেটারের জবাব চাওয়ার জন্য। জানা গেছে জবাবই চিঠিতে কাউন্সিলর শচীন ক্ষমাও চেয়েছেন। যদিও প্রকাশ্যে কাউন্সিলর শচীন সিংহের দাবি তাকে সহজ করা হয়নি কেবল বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। যদিও সূত্রের খবর নারকেলডাঙা এলাকায় আগুন লেগে সাতটি ঝুঁকি পুড়ে যাওয়া এবং পরের দিন প্রকাশ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে খুব ভালো নজরে নেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার পরদিন ওই এলাকায় পরিদর্শনে গেলে মেয়র ফিরাধ হাকিমের সামনে কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সড়ক হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরেই গত বুধবার কাউন্সিলরকে শো কজ লেটার পাঠানো হয়েছিল। যদিও ফিরিয়া থাকেন দাবি করেছিলেন এই চিঠি দেওয়ার নির্দেশ তিনি দেননি। দলের উচ্চ নেতৃত্ব এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

তেলেঙ্গানা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কফিন বন্দি দেহ ফিরল মোথাবাড়িতে

নাজমুস সাহাদত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত কফিন বন্দি দেহ ফিরল মালদহের মোথাবাড়ী এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম আখতার হোসেন (৩৬)। গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঘটনাটি হায়দ্রাবাদ থেকে কাজ করে মালদার পথে রওয়ানা হয়েছিলেন মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিক। বাড়ি ফেরার পথেই ট্রেন থেকে পরে মারা যায় শ্রমিক আখতার হোসেন। গত শুক্রবার ঘটনাটি ঘটলেও সোমবার কফিন বন্দি দেহ ফিরলো মালদার মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মোথাবাড়ীর গঙ্গাপ্রসাদ কলোনীর মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিক গত ছয় মাস আগে পেটের দায়ে ভিন রাজ্য হায়দ্রাবাদে কাজে গিয়েছিলেন তিনি। ছয় মাছ কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বিজয়নাগারাম রেল স্টেশনের কাছে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত শ্রমিকের পরিবারে রয়েছে তার দুই সন্তান ও স্ত্রী। মৃত শ্রমিকের স্ত্রী সেবিনা খাতুন জানান, তার সঙ্গে গত ১৩ তারিখে শেষ কথা হয়েছিল। তার বাড়ি ফেরার খবরে দুই ছেলেরা খুব আনন্দে ছিল। কিন্তু কিভাবে ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেল তা বুঝতে পারছি না। স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে আমি সহ ছেলেরা একেবারে বাকরুদ্ধ। এখন দুটি ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে সংসার কিভাবে চালাব তা বুঝতে পারছি না। তিনি আরও বলেন, রোজগার করার মত পরিবারে আর কেউ রইল। আমি চাই সরকার যেন আমাকে সহায়তা করে। এখন দুই সন্তানের মুখে কিভাবে অন্ন তুলে দেব এই চিন্তায় দিশেহারা অবস্থা।

নলহাটিতে অপসংস্কৃতি রুখতে এগিয়ে এলেন গ্রামের বয়স্করা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: গ্রামে বাজানো যাবে না উচ্চস্বরে বাদ্য যন্ত্র। নিষিদ্ধ মদ,গাঁজা সহ যে কোনো মাদক দ্রব্য। গ্রামের অপসংস্কৃতি রুখতে এগিয়ে এলেন বয়স্করা। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজ মাধ্যমে। গ্রামের বেশ কিছু যুবক ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা সহ অসুস্থদের কথা না ভেবে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করছে। গ্রামে বিয়ে হোক অথবা কোন অনুষ্ঠান। গ্রামে কোন রকম উচ্চ স্বরে বাদ্য যন্ত্র বাজানো যাবে না। নিষিদ্ধ মদ, গাঁজা সহ যে কোন মাদক দ্রব্য। এমনই নির্দেশ জারি করা হয়েছে বীরভূমের নলহাটি দু নম্বর ব্লকের কুমারসান্ডা গ্রামে। এই নির্দেশ অবশ্য মেনে নিয়েছেন গ্রাম বাসিরা। কারণ যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে গ্রামের মধ্যে উচ্চ স্বরে গান বাজাচ্ছে। মদ্যপ অবস্থায় গালিগালাজ করছে। যার ফলে গ্রামের পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে। ফলে যারা শিশু,যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই অপসংস্কৃতির ছোঁয়ায় নষ্ট হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সেই অপসংস্কৃতি রুখতে গত শনিবার বিকেলে গ্রামবাসী মিলে কুমারসান্ডা গ্রামের জুম্মা মসজিদে বসে সিদ্ধান্ত হয়। গ্রামের যে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ। সেটা নষ্ট হলে তারা তাকে প্রতিরোধ করবেন। প্রথম দফায় তাদেরকে গ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে নিষেধ করা হবে। সেটাও না মানলে সমাজ থেকে তাকে বয়কট করবে। তারপর প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দারস্ত হবেন। এই বয়কটের কথা শুনে গ্রামের বয়স্কদের বৈঠকের বিষয়টি জানতে সোমবার দুপুরে নলহাটি থানার পুলিশ গ্রামে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলে যান। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় আইন হাতে তুলে নেবেন না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির প্রাইমারি স্কুলে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের মুরারই ২ ব্লকের কুশমোড়-১ পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রঘুরপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানবসেবা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (পালিতপুর, অঞ্চল মিত্রপুর) এর উদ্যোগে ও বহরমপুরের লীলা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় একটি বিনামূল্যে চোখের পরীক্ষা ও চোখের ছানির ফ্রি সার্জারি শিবির করা হোল। এই শিবিরে ১৫০ এর বেশি রোগী চোখের চিকিৎসা করায়। ছানি অপারেশন করতে নিয়ে যাওয়া হবে লীলা হাসপাতালে। পাইকর থানার মানব সেবা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করে চলছে এলাকার ও এলাকার বাইরেও ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুলে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুলে। রাষ্ট্রীয় শিশু ও কিশোর স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধিনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিট নাগাত শুরু হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এদিনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর মহম্মদ এহতেসাম উদ্দিন, স্বাস্থ্য কর্মী, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, স্বাস্থ্য বিষয়ক নোডাল শিক্ষক হরিনাথ পাল সহ অন্যান্য শিক্ষকরা । গঙ্গারামপুর উওর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুল সূএে জানাগেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে প্রায় ৯০ জন পড়ুয়ার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি এদিন কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় পড়ুয়াদের নিয়ে। এবিষয়ে ডক্টর এহতেসাম উদ্দিন জানান, বড়ম গোকুলপুর জুনিয়র হাইস্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এটি ছিল রুটিং স্বাস্থ্য পরীক্ষা। ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয় জুরে চলছে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচি।

নদী বাঁচাও কমিটির সচেতনতা সভা

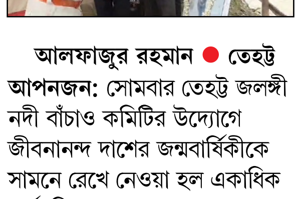

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: সোমবার তেহট্ট জলঙ্গী নদী বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে নেওয়া হল একাধিক কর্মসূচি।
জলঙ্গী নদী বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে তেহট্ট ফেরীঘাটে শুরু হল নদী বাঁচাও সচেতনতা মূলক প্রোগ্রাম। মহৎ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তেহট্ট এসডিপিও শুভতোষ সরকার, তেহট্ট থানার আইসি অভিজিৎ বিশ্বাস সহ একাধিক আধিকারিক। এদিনের কর্মসূচিতে নদী বাঁচাও সচেতনতা প্রোগ্রাম ছাড়াও আবৃত্তি,সংবাদ পাঠ,অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় ।

প্রথম নজর

সৌদিতে ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস, ফের বন্যার আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র (এনসিএম)। সেই সঙ্গে এই বৃষ্টিপাত ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলেও উল্লেখ করেছে। সংস্থাটি বলছে, আগামী দুই-তিনদিন রাজধানী রিয়াদ, হা'ইল, আল কাশিম, পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ, দক্ষিণাঞ্চলের সীমান্ত অঞ্চল, মক্কা ও মদিনায় ভারি বৃষ্টিপাত হবে। এর ফলে কিছু কিছু জায়গায় আকস্মিক বন্যাও দেখা দিতে পারে। সোমবার গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এছাড়াও মক্কা অঞ্চলে শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানিয়েছে এনসিএম। এমনকি বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো বাতাসের কারণে কোথাও কোথাও ধূলি ঝড়েরও পূর্বাভাস দিয়েছে। পাশাপাশি যেসব জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, সেখানকার মানুষকে সতর্কতা বার্তা মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র। এছাড়া যেসব জায়গায় আকস্মিক বন্যা হওয়ার শঙ্কা আছে, সেখানে সতর্কতা অবলম্বন করে গাড়ি চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এর আগে চলতি বছরের শুরুতে কয়েক দিনের টানা ভারি বর্ষণের জেরে দেশটিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। ওই বন্যার কারণে পবিত্র দুই শহর মক্কা ও মদিনায় লাল সতর্কতা সংকেত (রেড অ্যালার্ট) জারি করেছিল দেশটির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র। ওই সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্যার বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়। সেসব ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়, বন্যার পানির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে গাড়ি। এমনকি বিভিন্ন ভবনের নিচতলাও ডুবে যেতে দেখা যায়।

জটিল শারীরিক অবস্থা নিয়ে হাসপাতালে পোপ ফ্রান্সিস

আপনজন ডেস্ক: পোপ ফ্রান্সিস 'জটিল ক্লিনিক্যাল পরিস্থিতি'র মধ্যে রয়েছেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকবেন। ভ্যাটিকান সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। ৮৮ বছর বয়সী এই ধর্মগুরু গত শুক্রবার রোমের গেমেলি হাসপাতালে ভর্তি হন ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা ও পরীক্ষার জন্য। পরে ভ্যাটিকান সোমবার জানায়, পোপের শ্বাসতন্ত্রে 'পলিমাইক্রোবিয়াল সংক্রমণ' ধরা পড়েছে, ফলে তার চিকিৎসায় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

গত সপ্তাহে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগেই তিনি কয়েক দিন ধরে ব্রংকাইটিসের উপসর্গে ভুগছিলেন এবং তার বক্তৃতাগুলো পাঠ করার দায়িত্ব অন্য কর্মকর্তাদের দিয়েছিলেন। তবে পোপ ভালো মেজাজে আছেন বলে ভ্যাটিকানের মুখপাত্র মাত্তেও ব্রুনি সোমবার জানিয়েছেন। পোপের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এখন পর্যন্ত সম্পন্ন করা পরীক্ষাগুলো তার জটিল শারীরিক অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যার জন্য যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন।' এ ছাড়া সোমবার পরে আবারও আরেকটি হালনাগাদ বিবৃতি প্রকাশ করা হবে বলে ব্রুনি জানিয়েছেন।

ভ্যাটিকান আরো জানিয়েছে, পোপের সাপ্তাহিক সাধারণ সাক্ষাৎ (যা সাধারণত বুধবার হয়) এই সপ্তাহের জন্য বাতিল করা হয়েছে। এর আগে সপ্তাহান্তে ভ্যাটিকান জানিয়েছিল, পোপের অবস্থা স্থিতিশীল এবং তার পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। পোপ রবিবার সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে তার নিয়মিত প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারেননি এবং ক্যাথলিক চার্চের জুবিলি বর্ষ উপলক্ষে শিল্পীদের জন্য বিশেষ প্রার্থনাও আয়োজন করতে পারেননি। গত বুধবার তিনি অসুস্থতার কারণে তার বক্তৃতার একটি অংশ একজন যাজককে পড়ে শোনানোর অনুরোধ করেন। এ ছাড়া তিনি গত সপ্তাহে ভ্যাটিকানে নিজ বাসভবনে কিছু বৈঠকও করেছেন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। আর্জেন্টাইন এই ধর্মগুরু ১২ বছর ধরে রোমান ক্যাথলিক চার্চের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগেও ২০২৩ সালের মার্চে তিনি একই হাসপাতালে ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার জন্য তিন রাত ছিলেন।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের পরানো টি-শার্ট পোড়ালেন ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দেওয়া টি-শার্ট পুড়িয়ে ফেলেছেন মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিরা। মুক্তি দেওয়ার আগে তাদের এসব টি-শার্ট পরিয়ে দিয়েছিল ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের স্টার অফ ডেভিড লোগো এবং আরবি ভাষায় 'আমরা ভুলব না বা ক্ষমা করব না' লেখা শার্ট পরতে বাধ্য করায় ইসরায়েলের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং এটিকে 'বর্ণবাদী অপরাধ' বলে নিন্দা করা হয়েছে।

বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি সব পক্ষকে 'সম্মানজনক' বন্দি মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, 'ভবিষ্যতে এই ধরনের বিনিময় আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য সব পক্ষ, বিশেষ করে মধ্যস্থতাকারীদের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।' কয়েকদিন ধরে টানা উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পর গত শনিবার গাজায় তিন বন্দির বিনিময়ে ৩৬৯ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়ার আগে ইসরায়েলের প্রিজন সার্ভিস বন্দিদের জোর করে এসব টি-শার্ট পরিয়ে ছবি প্রকাশ করে। ফিলিস্তিনিদের যখন ফেরত পাঠানো হচ্ছিল তখন তাদের মধ্যে কয়েকজন টি-শার্টে লেখা বার্তা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেন।

জোর করে টি-শার্ট পরানোয় তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। হামাস এক বিবৃতিতে বলেছে, 'আমরা আমাদের বীর বন্দিদের পিঠে বর্ণবাদী স্লোগান দেওয়া এবং তাদের সাথে নিষ্ঠুরতা ও সহিংস আচরণের মতো অপরাধের নিন্দা জানাই। এটা মানবিক আইন ও রীতিনীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন।'

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার ধারণ করা ফুটেজে দেখা যায়, গাজার খান ইউনিসে অবস্থিত ইউরোপিয়ান গাজা হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কয়েকজন ফিলিস্তিনি তাদের ওই টি-শার্টগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেন। ইসরায়েলি ব্রডকাস্টিং অথরিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলেও এই ইউনিফর্ম নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েলের রাজনৈতিক মহল এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আগে জানত না।

দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মোহামাদ এলমাসরি আল জাজিরাকে বলেন, এটি ফিলিস্তিনিদের 'অমানবিকীকরণের' আরেকটি কৌশল। ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে এখন পর্যন্ত ২৪ জন ইসরায়েলি বন্দি এবং ৯৮৫ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

সৌদি আরবে রুশ-মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক আজ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার শীর্ষ কূটনীতিকরা মঙ্গলবার সৌদি আরবে বৈঠকে বসবেন। সেখানে দুই দেশের ভঙ্গুর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর পথ তৈরির আলোচনা হতে পারে।

কিয়েভ জানিয়েছে, তারা রিয়াদে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় আমন্ত্রণ পায়নি। অন্যদিকে মস্কোর প্রতি ওয়াশিংটনের হঠাৎ নীতি পরিবর্তনে হতভম্ব ইউরোপীয় নেতারা প্যারিসে জরুরি নিরাপত্তা সম্মেলন করেছেন। সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক হবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পর প্রথমবারের মতো দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক। এজেন্ডায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে সম্ভাব্য এক শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ট্রাম্প তিন বছর ধরে চলমান এই সংঘাতের দ্রুত সমাধান চান, আর মস্কো তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ইউরোপে ওয়াশিংটনের সামরিক উপস্থিতি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের অভিযোগের বিরুদ্ধে ছাড় পাওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, কিয়েভ 'এই আলোচনার বিষয়ে কিছুই জানে না' এবং 'আমাদের ছাড়া আমাদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়'।

মস্কো বৈঠকের আগে জানিয়েছে, ট্রাম্প ও পুতিন 'অস্বাভাবিক সম্পর্ক' কাটিয়ে উঠতে চান এবং ইউরোপীয়দের জন্য কোনো আলোচনার জায়গা দেখছে না। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও পুতিনের জ্যেষ্ঠ সহযোগী ইউরি উশাকভ বৈঠকে অংশ নেবেন। অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়াল্টজ ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন।

সম্ভাব্য ট্রাম্প-পুতিন সম্মেলন

এদিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের জানান, আলোচনা 'প্রাথমিকভাবে রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে' এবং 'ইউক্রেনসংক্রান্ত সম্ভাব্য সমঝোতা ও দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠক আয়োজন' নিয়ে হবে।

রুশ প্রতিনিধিরা মধ্যপ্রাচ্যসংক্রান্ত আলোচনা করতে প্রস্তুত বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মস্কো দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত ব্যাপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়, শুধু ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি নয়। রাশিয়া কয়েক বছর ধরে ন্যাটোর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে উপস্থিতি কমানোর চেষ্টা করে আসছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে আক্রমণের আগে পুতিন সামরিক জোটের সেনা, সরঞ্জাম ও ঘাঁটি কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ থেকে প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছিলেন, যা কোল্ড ওয়ারের সময় মস্কোর প্রভাব বলয়ে ছিল। তবে এই আলোচনাগুলো যুদ্ধ বন্ধের কোনো চুক্তিতে পরিণত হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

কিয়েভ ও মস্কো–উভয়ই নিজেদের ভূখণ্ড থেকে কোনো ছাড় দেওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করেছে এবং গত বছর পুতিন দাবি করেছিলেন, ইউক্রেনকে আরো বেশি এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

জেলেনস্কির সফর

অন্যদিকে জেলেনস্কি মঙ্গলবার তুরস্ক সফরে যাবেন। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর বুধবার তিনি সৌদি আরবে যাবেন। তবে জেলেনস্কির মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি মার্কিন বা রুশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কোনো বৈঠকের পরিকল্পনা করেননি।

জেলেনস্কি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত, তবে তার আগে ইউক্রেন ও তার মিত্রদের মধ্যে যুদ্ধের অবসানের বিষয়ে একটি অভিন্ন অবস্থান গড়ে তুলতে হবে।

'তাদের আমন্ত্রণ জানাব কেন?'

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ সোমবার বলেছেন, ইউক্রেন আলোচনা নিয়ে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি মস্কোয় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমি জানি না তারা আলোচনার টেবিলে কী করবে...যদি তারা সেখানে বসতে চায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে তাদের আমন্ত্রণ জানাব কেন?'

অর্থ পাচারের অভিযোগে মরিশাসের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: অর্থ পাচারের অভিযোগে মরিশাসের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ জগনাথকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির আর্থিক অপরাধ কমিশন (এফসিসি)। রোববার (১৬ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে এফসিসি জানিয়েছে, সাবেক ওই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনসহ বিভিন্ন স্থান তল্লাশি করে ১১ কোটি ৪০ লাখ মরিশাস রুপির সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তাকে মোকা ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হবে। সোমবার জগনাথের আইনজীবী রউফ গুলবুল সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আজ তিনি আদালতে মুচলেকা জমা দেবেন। জুগনাথ ২০১৭ সাল থেকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জটির প্রিমিয়ার (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন। গত নভেম্বরে বিরোধীদের কাছে হেরে যান তিনি। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের একটি রেকর্ডিং অনলাইনে ফাঁস হলে তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

অপরদিকে, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আফ্রিকান দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী নবীন রামগুলাম পূর্ববর্তী সরকারের অর্থনীতি পরিচালনার সমালোচনা করে আসছেন।

এর আগে গত মাসে ব্যাংক অব মরিশাসের সাবেক গভর্নর হর্বেশ সিগোলামকে প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটক করা হয়। তবে পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

জাপানে প্রথম কূটনৈতিক সফরে তালিবান

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের শাসনকারী একটি গোষ্ঠী জাপানে পৌঁছেছে। পূর্ব এশীয় দেশটির গণমাধ্যমের খবরে এ কথা বলা হয়েছে। জাপানে তাদের এটিই প্রথম সফর।

জাপানের আসাহি শিম্বুন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে, পররাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধিদল রবিবার এক সপ্তাহব্যাপী সফরের জন্য জাপানে পৌঁছেছে। তালিবানদের জন্য এই সফর বিরল। ২০২১ সালে ক্ষমতা ফিরে পায় তালিবানরা। তালিবান প্রতিনিধিরা মানবিক সহায়তা চাইবেন এবং জাপানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তালিবানের অর্থনীতি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী লতিফ নাজারি এই সফরকে 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সদস্য' হওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।'

প্রতিনিধিদলের অংশ নাজারি শনিবার এক্স-এ একটি পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, উন্নত, সমৃদ্ধ ও উন্নত আফগানিস্তানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় সদস্য হওয়ার জন্য বিশ্বের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া চাই।'

জাপানের সরকারি সম্প্রচারক এনএইচকে জানিয়েছে, তালিবান প্রতিনিধিরা 'জাপানি সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়' করার পরিকল্পনা করছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তেহরান ও রিয়াদ সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি

আপনজন ডেস্ক: ২০১৬ সাল থেকে কূটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইরান ও সৌদি আরব দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয়েছে। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক ও ওমানের আয়োজনে দুই বছরের আলোচনার পর বেইজিংয়ে দুই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশ কিছু দিনের বৈঠক ও আলোচনার পর গত বছরের ১০ মার্চ ঘোষণা করেছে, তেহরান এবং রিয়াদ তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয়েছে। সোমবার ওমানের রাজধানী মাস্কাট থেকে এএফপি এই খবর জানায়। ২০২৩ সালের মার্চ মাস থেকে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে এবং ৭ বছরে সম্পর্কের বিভিন্ন টানাপড়েনের পর দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তেহরান এবং রিয়াদের দৃঢ় সংকল্পের একটি লক্ষণ হলো উভয় পক্ষের মধ্যে কূটনৈতিক সফর এবং ইরান ও সৌদি আরবের রাজনৈতিক কর্মকর্তারা রিয়াদ ও তেহরানে সফর করেন এবং সেইসাথে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে সাক্ষাত এবং আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'নাজার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' তেহরান এবং রিয়াদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে ইরান এবং সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক এত জটিল যে এটি কেবল একটি স্বল্পমেয়াদী কৌশল হতে পারে না। ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'নাজার রিসার্চ ফাউন্ডেশন'র মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের পরিচালক আব্দুল আজিজ আল-কাশিয়ান একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন, ২০২৫ সালের শুরু থেকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৯মি.

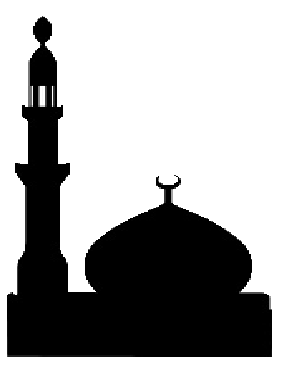

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৪	৬.০৬
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৮	
মাগরিব	৫.৩৯	
এশা	৬.৫০	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

'ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব', রাশিয়া-ইরানের জোট ভাঙতে হুমকি ট্রাম্পের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চীন ও রাশিয়ার বন্ধুত্বের কথা সকলেই জানে। দেশগুলির মধ্যে পারস্পারিক সহযোগীতা চলতেই থাকে। তবে তা বরাবরই ভাল চোখে দেখে নি পশ্চিমারা। এবার এই জোট ভেঙে ফেলতে চান ট্রাম্প প্রশাসন। জোট ভেঙে ফেলার চেষ্টাও নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন মার্কিন বিশেষ দূত কিথ কেলগ। এই নিয়ে ইউক্রেন ও রাশিয়া বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত কিথ কেলগ জানিয়েছেন, চার বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এই জোটের অস্তিত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে জোট শক্তিশালী করছে এই ৩ টি দেশ। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি এবং বিশাল যৌথ প্রকল্পের মাধ্যমে ইরান ও রাশিয়া তাদের সম্পর্ক আরও গভীর করে চলেছে। এখন থেকে ইরান ও চীনের সঙ্গে রাশিয়ার জোট ভাঙার করার জন্য কাজ করবে আমেরিকা। একইসঙ্গে কেলগ জানিয়েছেন, এই জোটগুলোকে দুর্বল করার জন্য বর্ধিত নিষেধাজ্ঞা এবং কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হতে পারে। এমনকী রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে আমেরিকা। গত জানুয়ারি মাসে, ইরান ও রাশিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তি আগামী ২০ বছরের জন্য থাকবে।

গাজায় গত দুই দিনে প্রত্যাশিত ত্রাণবাহী ট্রাকের মাত্র ৩০ শতাংশ প্রবেশ

আপনজন ডেস্ক: গাজা মিডিয়া অফিস রোববার মানবিক সহায়তা প্রবেশের ওপর ইসরায়েলি নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, গত দুই দিনে গাজায় প্রবেশকারী ত্রাণবাহী ট্রাকের সংখ্যা প্রত্যাশিত পরিমাণের ৩০ শতাংশও অতিক্রম করেনি। অফিসের বিবৃতি অনুসারে, গাজায় ১৮০টিরও কম ট্রাক প্রবেশ করেছে। বৃহস্পতিবার মিডিয়া অফিসের প্রধান ইসমাইল আল-থাওয়াবতা বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইসরাইল মানবিক সহায়তা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। এদিকে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, ইসরাইল মানবিক সাহায্য প্রবেশের চুক্তির অংশ মেনে চলতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর আগে, গত সোমাবার হামাস ঘোষণা দিয়েছিল, ইসরাইল চুক্তির মানবিক বিধানগুলো মেনে না চলা পর্যন্ত পণবন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে না। পরে মধ্যস্থতার পর হামাস নির্ধারিত সময়ে শনিবার ষষ্ঠ ধাপে তিন ইসরাইলি পণবন্দীকে মুক্তি দেয়।হামাসের মতে, চুক্তির চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লঙ্ঘন হয়েছে। তা হলো- ফিলিস্তিনিদের টার্গেট করে হত্যা, উত্তর গাজায় বাস্তুচ্যুত বেসামরিক নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব, ধ্বংসস্তূপ থেকে লাশ উদ্ধারের জন্য তাঁবু, জ্বালানি ও সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহে বাধা এবং গাজার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তার ওপর বিধিনিষেধ।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৯ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

শিশুদের নিরাপত্তা

আজ যাহারা শিশু, ভবিষ্যতে তাহারাই হইবে দেশ গড়ার কারিগর। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে রহিয়াছে বিরাট সম্ভাবনা। আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশের কর্ণধার। তাহারা দেশ ও জাতিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে, উন্নত করিবে শির বিশ্বদরবারে। এই সকল শিশুর বিচরণপক্ষত্র হইতেছে মাতৃক্রোড়, উন্মুক্ত প্রান্তর, শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও বহু শিশু তাহাদের শৈশব হারাইতেছে। সহিংসতার শিকার হইতেছে। অকালে ঝরিয়া যাইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে। বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.) বলিয়াছেন, 'শিশুরা বেহেশতের প্রজাপতি। প্রজাপতি যেমন তাহাদের সুন্দর শরীর ও মন দিয়া ফুলবনের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, তেমনি শিশুরাও তাহাদের সুন্দর মন ও অমলিন হাসি দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ধন করে।' অথচ দেশব্যাপী এই সকল নিষ্পাপ শিশুর প্রতি নানা ধরনের সহিংসতা বাড়িয়া চলিয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩২ জন শিশু সহিংসতার শিকার হইয়াছে। যাহার বিপরীতে মামলা হইয়াছে ৪ হাজার ৬৭৫টি; কিন্তু সাজা পাইয়াছে মাত্র ২৪ জন অপরাধী। গত পাঁচ বছরে ২ হাজার ৫৯০ জন শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ধর্ষণের শিকার হইয়াছে ৩ হাজার ৫৯৬ জন এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছে ৫৮০ জন। এই উপাত্ত শুধু গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংখ্যার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহার মানে, প্রকৃত সংখ্যা ইহার চাইতেও অনেক অধিক। মানুষের বিবেকবোধ কতটা লোপ পাইলে, সামাজিক অবক্ষয় কতটা মারাত্মক রূপ ধারণ করিলে তাহারা শিশু হত্যার মতো এমন গর্হিত কাজ করিতে পারে তাহা ধারণার বাহিরে। ভাবিতেও অবাক লাগে, মানুষ এখন কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে!

শিশুদের প্রতি সহিংসতা বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে, যাহা খুবই উদ্বেগজনক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক কলহ, প্রতিহিংসা, লোভ-লালসা চরিতার্থ, জায়গাজমি বা সম্পত্তি লইয়া শত্রুতা বা বিরোধ, মুক্তিপণ ও স্বার্থ আদায়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অবক্ষয়, মূল্যবোধের অভাব, পিতা-মাতার সম্পর্কের জটিলতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মানসিক বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি কারণে শিশুদের উত্পীড়ন, বলাত্কার ও হত্যা করা হইতেছে। শিশুদের প্রতি এমন সহিংসতা খুবই মর্মান্তিক, যাহা তাহাদের পরিবারকে যেমন বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ করে, তেমনি সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে স্তম্ভিত করিয়া তোলে। পত্রিকার পাতায় শিশুদের প্রতি সহিংসতার যেই সমস্ত লোমহর্ষক কাহিনি ছাপা হইতেছে, তাহা দেখিলে বাক্রুদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। সন্তানহারা পিতা-মাতার কান্না আর আর্তনাদ দেখিয়া চোখের পানি আটকাইয়া রাখা যায় না।

আমাদের দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বেশ কিছু আইন রহিয়াছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্য এই সমস্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে। অনেক সময় অপরাধীরা প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় থাকায় আইনি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি পায় না। আইনের ম্যারপ্যাঁচ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার কারণে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও অনেক সময় আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার না করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আসামির শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না। দ্রুত বিচারের মাধ্যমে যদি অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ করিবার স্পৃহা কমিয়া যাইবে। দেশকে শিশুর নিরাপদ বসবাসের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ লইতে হইবে। শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর নির্ভর না করিয়া সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে লইয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার মাধ্যমে দেশকে শিশুবান্ধব হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অপরাধীদের ভয়াবহ দানবীয়তা শেষ হইয়া তাহাদের হূদয়ে মনুষত্বের জাগরণ এবং শুভবুদ্ধির উদয় হউক—ইহাই দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাম্য।

•••••••••••••

গাজায় শেষ পর্যন্ত গণহত্যাযজ্ঞ ঘটেছে

গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধাভিযানে ১৫ মাসে ৫০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন; লাখ লাখ ফিলিস্তিনি আহত, পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে গেছেন; সেখানকার ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট ধুলায় মিশে গেছে; সেখানকার মাটি ও পানি বিষাক্ত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে গাজাকে অবাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি নৃশংসতা ও ধ্বংসলীলাকে দেশটির ইতিহাসবিদেরা কীভাবে দেখছেন, গাজায় যা ঘটেছে সেটাকে তাঁরা জেনোসাইড বলে স্বীকার করেন কি না— এ বিষয়ে লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**।

গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধাভিযানে ১৫ মাসে ৫০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন; লাখ লাখ ফিলিস্তিনি আহত, পঙ্গু ও অক্ষম হয়ে গেছেন; সেখানকার ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট ধুলায় মিশে গেছে; সেখানকার মাটি ও পানি বিষাক্ত হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে গাজাকে অবাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। এই পুরো কর্মকাণ্ডকে 'জেনোসাইড' হিসেবে অভিহিত করা যায় কি না, তা নিয়ে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মধ্যে এখন তর্ক চলছে। বলা দরকার যে ইংরেজি 'জেনোসাইড' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'গণহত্যা' প্রচলিত হয়ে গেলেও তাতে জেনোসাইডের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য প্রতিফলিত হয় না। 'ম্যাস কিলিং' বা 'ম্যাস মার্ডার'কেও বাংলায় 'গণহত্যা' বলা হয়। অনেকে তাই জেনোসাইডকে বাংলায় 'পরিকল্পিত গণহত্যা' বলার পক্ষে। আবার অনেকে 'জাতিগত নিধন' বা 'জাতিগত নির্মূলাভিযান' বলতে চান, যদিও তা 'এথনিক ক্লিনজিং'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। 'জেনোসাইড' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'গণহত্যা' প্রচলিত হয়ে গেলেও তাতে জেনোসাইডের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য প্রতিফলিত হয় না। একটি মানবিক ও জাতি-সমষ্টির সত্তা হিসেবে গাজার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর জেনোসাইড ঠিক এ রকমই হয়।

২.

ইসরায়েলের রিভিশনিস্ট বা সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদ হিসেবে খ্যাত বেন্নি মরিসের ভাষ্যটা আগে জানা যাক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ইসরায়েল গাজায় কোনো জেনোসাইড চালাচ্ছে না। হেগে (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি) প্রসিকিউটর এবং ওমের বারটভ থেকে শুরু করে সব জ্ঞানী অধ্যাপক জেনোসাইড নিয়ে যা বলছেন, তা ভুল। (ইসরায়েল) সরকারের জেনোসাইড-বিষয়ক কোনো নীতি নেই, ইসরায়েলি নেতৃত্ব জেনোসাইড ঘটানোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য পরিকল্পিত কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং সরকার বা সেনাপ্রধানদের কাছ থেকে সেনাবাহিনীর কাছে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি।

ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ-এর ইংরেজি সংস্করণে গত ৩০ জানুয়ারি প্রকাশিত এই নিবন্ধে মরিস অবশ্য এটা স্বীকার করেন, গাজায় যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ হয়েছে ও হচ্ছে, তাতে বিষয়টি হয়তো জেনোসাইডের পথে যাচ্ছে।

এর কিছুদিন আগে ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর হারেৎজ-এ (হিব্রু সংস্করণ) আরেক খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ শ্লোমো স্যান্ড লিখেছেন, গাজায় ইসরায়েল ভয়াবহ নৃশংসতা চালিয়েছে, যুদ্ধাপরাধ করেছে। তারপরও এ সবকিছু মিলিয়ে জেনোসাইড সংঘটিত হয়নি। এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে স্যান্ড গাজা যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন ফ্রান্সের আলজেরিয়া যুদ্ধ (১৯৫৪-১৯৬২) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধে (১৯৬৫-১৯৭৩) লিপ্ত থাকার ঘটনাকে। স্যান্ডের ভাষ্যে, এ দুটি যুদ্ধে ফরাসি ও মার্কিন বাহিনী বেসামরিক জনগণের ওপর যে নৃশংসতা-বর্বরতা চালিয়েছে, তা গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নৃশংসতার চেয়ে ভয়াবহ ছিল। তারপরও তাদের সেই হত্যাযজ্ঞকে জেনোসাইড হিসেবে অভিহিত করা হয়নি। তবে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক ড্যানিয়েল ব্লাটম্যান ও অ্যামোস গোল্ডবার্গ স্যান্ডের যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা বলেন, আলজেরিয়ায় ফরাসি ঔপনিবেশিক দখলদারির কালে (১৮৩০-১৮৭৫) ৫ থেকে ১০ লাখ আলজেরীয় ক্ষুধা ও রোগাক্রান্ত হয়ে বা পরিকল্পিতভাবে প্রাণ হারিয়েছিল। বেন কিরানানের ব্লাড অ্যান্ড সয়েল: আ ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি অব জেনোসাইড অ্যান্ড এক্সট্রামিনেশন ফ্রম স্পার্টা টু দারফুর (২০০৭) বই থেকে উদ্ধৃতি টেনে তাঁরা বলেন যে ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপনকালে ফরাসিরা যা করেছে, তা জেনোসাইডের সমতুল্য। ৩০ জানুয়ারি হারেৎজ-এর ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশিত এক দীর্ঘ নিবন্ধে ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ বিশ্ব ইতিহাসে জেনোসাইডের বিভিন্ন উদাহরণ ও পটভূমি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁরা এতে লিখেছেন যে লিও কুপার তাঁর জেনোসাইড: ইটস পলিটিক্যাল ইউজ ইন দ্য টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি (১৯৮২) বইয়ে বলেছেন, আলজেরিয়ার যুদ্ধের সময় ফরাসিরা যে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল, তা হয়তো পরিকল্পিত গণহত্যার কাছাকাছি নিধনযজ্ঞ (জেনোসাইডাল ম্যাসাকার), তবে পূর্ণাঙ্গ জেনোসাইডের যাবতীয় মানদণ্ড পূরণ করে না।

ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিষয়ে স্যান্ডের অভিমতের সঙ্গে প্রবলভাবে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে রাসেল ট্রাইবু৴নালের বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৯৬৬ সালে ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য যে গণ-ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন, ফরাসি দার্শনিক জ্যঁ পল সাত্রে৴ তার প্রধান ছিলেন। অন্যদের মধ্যে ফরাসি লেখক সিমোন দ্য বোঁভেয়া ইতালির রাজনীতিবিদ লেলিও বাসো এবং যুগোস্লাভিয়ার

মানবাধিকারকর্মী ভ্লাদিমির দেদিজা এতে যুক্ত ছিলেন।

এই গণ-ট্রাইব্যুনাল বিচার-বিশ্লেষণ শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী যা করেছে, তা জেনোসাইড অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তিবিষয়ক ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনের আলোকে জেনোসাইড। নির্বিচার বোমাবর্ষণ, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, নিষিদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধবন্দীদের নিপীড়ন ও নির্যাতন এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা ও স্মারক ধ্বংস করায় মার্কিন সেনাবাহিনী জেনোসাইডের অপরাধে অপরাধী হয়েছে।

৩.

কয়েক শ বা কয়েক হাজার মানুষের ওপর নির্বিচার চালানো হত্যাযজ্ঞকে আইনিভাবে জেনোসাইডের অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে এহেন হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়, যা বেশ কঠিন কাজ। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন অনুসারে এ রকম হত্যাযজ্ঞ দ্বারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে (যা কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র হতে পারে) 'পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য' থাকতে হবে। ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ বলেন, 'উদ্দেশ্য' (ইনটেন্ট) নির্ধারণের বিষয়টি কনভেনশনে যুক্ত করার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ স্বার্থ। ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালে দুই পরাশক্তিই কিছুটা শঙ্কিত হয়েছিল এই ভেবে যে এই কনভেনশনের আলোকে তাদেরও কখনো-বা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে—অতীতে সংঘটিত বা ভবিষ্যতে ঘটানো হতে পারে এমন সহিংসতার জন্য। জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছে কি না, তা নির্ধারণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। এ কারণেই ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে বসনিয়ার সার্বদের দ্বারা বসনিয়ার মুসলমানদের স্রেব্রেনিৎসা জেনোসাইড এর একটি উদাহরণ। এ-সংক্রান্ত রায়ে বলা হয় যে জনগোষ্ঠীর আক্রান্ত অংশটিকে স্বতন্ত্র ও সুচিহ্নিত হতে হবে এবং তাদের নির্মূল করা হলে গোটা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়তে পারে।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার যুদ্ধবিষয়ক দুটি রায়ে আইসিজে বলেছে যে 'ধ্বংস করার উদ্দেশ্য' প্রমাণের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আচরণকে এমন হতে হবে, যেগুলো অন্য কোনোভাবে যৌক্তিক ব্যাখ্যা করা যায় না। মানে এসব কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা 'ধ্বংস করার উদ্দেশ্য'হলেই হবে না, এসবের অন্য আর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই, তা-ও দেখাতে হবে।

৪.

গাজার ক্ষেত্রে কি 'ধ্বংস করার উদ্দেশ্য' প্রমাণ করা সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের চিন্তার বিষয়টি বাদ দিলেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টসহ ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ এবং ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা একাধিক বিবৃতিতে তাঁরা যে জেনোসাইড ঘটাতে ইচ্ছুক, সে রকম আভাস দিয়েছেন। 'গাজায় নিরীহ কেউ নেই', 'আমরা এবার দ্বিতীয় নাকবা ঘটাব' এবং আরও অনেক বক্তব্য এসেছে, যা সবই সংরক্ষিত আছে। এসব বক্তব্য-বিবৃতি গাজায় ইসরায়েলের জেনোসাইড ঘটানোর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে দেখানো যায় বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা জেনোসাইড-গবেষক ও বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম স্ক্যাবাসের শরণ নিয়েছেন। স্ক্যাবাসের যুক্তি হলো, হামলাকারী ও হত্যাকারীরা যদি জেনোসাইডমূলক বিবৃতি, নির্দেশ ও বক্তব্য দেন, তাহলে 'ধ্বংস করার উদ্দেশ্য' তথা জেনোসাইড ঘটানোর উদ্দেশ্য প্রমাণ করা সহজ। সে কারণেই আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা অভিযোগ অত্যন্ত জোরালো বলে মনে করেন স্ক্যাবাস। কারণ, ইসরায়েলি সিদ্ধান্তপ্রণেতাদের জেনোসাইডমূলক অগণিত বক্তব্য যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁদের কর্মকাণ্ডের ধরনও। গাজাবাসীকে পদ্ধতিগতভাবে অনাহারে রাখা, গাজার বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া, উত্তরাঞ্চলে জাতিগত নিধন ঘটানো এবং 'নিরাপদ' হিসেবে চিহ্নিত স্থানগুলোয় হামলা চালানো এসব কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। আবার ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ বলেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জেনোসাইড সংঘটনকারীরা তাঁদের কর্মকাণ্ডকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে দাবি করে থাকেন। গাজার জেনোসাইডকে বেশির ভাগ ইসরায়েলি হামাসের ভয়াবহ আক্রমণের প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচনা করেন।

গাজায় ইসরায়েল যা করেছে, তার সঙ্গে হিটলারের ইহুদি নিধনযজ্ঞের অনেক মিল পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ইয়ান কেরশ তাঁর ফেটফুল চয়েসেস: টেন ডিসিশনস দ্যাট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড, ১৯৪০-১৯৪১ বইয়ে দেখিয়েছেন যে নিধনযজ্ঞ পরিচালনার জন্য খোদ হিটলারের কাছ থেকে সরাসরি কোনো নির্দেশ জারি করা হয়নি, তবে নানা রকম বার্তা ও কথা-চালাচালির জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে, যা সহিংসতা বাড়াতে এবং হত্যাযজ্ঞের বিস্তার ঘটাতে ভূমিকা রেখেছে। গাজায় জেনোসাইড ঘটানোর বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যা ও বিতাড়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলছেন, ২০১৬ সাল থেকে সাড়ে আট লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৯ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ সব বা বেশির ভাগ রোহিঙ্গাকে সশরীর নিধন করা হয়নি; বরং এক ক্ষুদ্রাংশকে হত্যা করা হয়েছে। তারপরও যুক্তরাষ্ট্র পুরো ঘটনাকে রোহিঙ্গা জেনোসাইড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। হলোকাস্টের বাইরে এটা হলো যুক্তরাষ্ট্র-স্বীকৃত অষ্টম জেনোসাইড। এ জন্য মিয়ানমারকে আইসিজের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে গাম্বিয়া আরও কয়েকটি দেশের সমর্থনে। ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সমষ্টিগতভাবে কোনো জনগোষ্ঠীর নিজ অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার সামর্থ্যকে ধ্বংস করে দেয়, এমন যেকোনো পদক্ষেপই হলো জেনোসাইড, এ জন্য ওই জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ নিধন জরুরি নয়। তাঁরা এ-ও বলেছেন যে গাজায় প্রায় ৪৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, ১ লাখের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে কতজন চাপা পড়েছেন, তার সঠিক তথ্য কখনোই জানা যাবে না। আর আক্রান্ত মানুষের বেশির ভাগই বেসামরিক নাগরিক। জাতিসংঘের হিসাবে গাজার ৯০ শতাংশ মানুষ একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং মানবেতর জীবন যাপন করছেন, যা মৃত্যুহার বাড়িয়েছে। গাজায় শিশুহত্যা, ক্ষুধা, স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ অবকাঠামো ধ্বংস করা, বেশির ভাগ ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, জাবালিয়া ও রাফাহর মতো শহর ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া, উত্তর দিকের উপত্যকায় জাতিগত নিধন, গাজার সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেশির ভাগ মসজিদ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া, সরকারি অবকাঠামোসহ স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন ও পানি সরবরাহের অবকাঠামোর বিনাশ সাধন এবং অগণিত গণকবর—এ সবকিছুই জেনোসাইডের পরিষ্কার একটি ছবি তুলে ধরে বলে মন্তব্য করেছেন ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ। তাঁদের মতে, একটি মানবিক ও জাতি-সমষ্টির সত্তা হিসেবে গাজার আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর জেনোসাইড ঠিক এ রকমই হয়।

গাজায় জেনোসাইড ঘটানো হয়েছে উল্লেখ করে ইসরায়েলের এই দুই ইতিহাসবিদ অনেকটা আত্মসমালোচনার মতো করে বলেন, 'আমাদের ইসরায়েলিদের উচিত হবে নিজ আয়নায় নিজেদের দেখা, যেখানে আমরা এমন একটা সমাজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাব, যে সমাজ নিজের নাগরিকদের হামাসের খুনে আক্রমণ থেকে রক্ষা করেনি এবং অপহৃত হওয়া নিজের পুত্র ও কন্যাদের অবহেলা করেছে। পাশাপাশি গাজায় এসব কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই জেনোসাইড ইহুদিদের ইতিহাসে এখন থেকে চিরকাল একটি কালো দাগ হয়ে থাকবে। আমাদের এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে এবং আমরা যে ভয়াবহতা সঞ্চারিত করেছি, তার গভীরতা বুঝতে হবে।'

ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গের নিবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন অশউইৎজ বন্দিশিবির মুক্তির ৮০ বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে পোল্যান্ডের অশউইৎজে স্থাপিত কুখ্যাত বন্দিশিবিরটি ১৯৪৫ সালের ২৭ জানুয়ারি সোভিয়েত লালফৌজ মুক্ত করেছিল। এখানে লাখ লাখ ইহুদিকে ধরে এনে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করেছিল নাৎসিরা। সেই ভয়াবহ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে ব্লাটম্যান ও গোল্ডবার্গ তাঁদের লেখার উপসংহার টেনেছেন এভাবে; 'গাজায় যা হচ্ছে, তা হলোকাস্ট নয়। এখানে কোনো অশউইৎজ নেই, নেই কোনো ত্রেবলিঙ্কা। তবে এটা সেই একই ধরনের অপরাধ—জেনোসাইডের অপরাধ'।

আসজাদুল কিবরিয়া লেখক ও সাংবাদিক

সৌ: প্র: আ:

ট্রাম্প চিনে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের কী লাভ

বনি এস গ্লেসার

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর শাসনের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই চীন সফর করতে চান বলে জানা গেছে। সফরের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে হয়তো। তবে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং নিশ্চিত হতে চান যে বৈঠক থেকে ইতিবাচক ফল আসবে। বর্তমান শুল্কযুদ্ধ আরও বাড়লে এই বৈঠক ভেস্তে যেতে পারে।

ট্রাম্প ও সির মধ্যে সংলাপ দুই দেশেরই স্বাগত জানানো উচিত। যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে না সব অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু একসঙ্গে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় 'বড় চুক্তি' করতে চাওয়া। এর চেয়ে বরং তার স্বার্থ রক্ষায় কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি আনাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

চীন আমেরিকার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে তারও দুর্বলতা রয়েছে। চীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। যেমন রিয়েল এস্টেট খাতের অস্থিরতা, সরকারি ঋণের বোঝা, দুর্বল ভোক্তা ব্যয়, জনসংখ্যার বার্ধক্য এবং প্রবৃদ্ধির শ্লথগতি। এসব বিষয় ট্রাম্পের জন্য কিছুটা সুবিধা তৈরি করতে পারে। তবে যতটা আশা করা হচ্ছে ততটাও নয়। সি মনে করেন, চীনের এসব সমস্যা সাময়িক। বরং যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছে।

সি আলোচনার মাধ্যমে কিছু সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবেন। তিনি চান নতুন করে শুল্ক আরোপ না হোক, চীনের স্থায়ী বাণিজ্যসুবিধা যুক্তরাষ্ট্র বাতিল না করুক এবং মার্কিন উন্নত প্রযুক্তিতে চীনের প্রবেশাধিকার কিছুটা শিথিল করা হোক। এ জন্য বেইজিং কৌশলে নানা প্রলোভন ও চাপ প্রয়োগের নীতি নিতে পারে।

চীন হয়তো যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি কৃষিপণ্য ও জ্বালানি কিনতে রাজি হবে। সেখানে বড় বিনিয়োগও করবে, যা চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে। অবৈধভাবে আমেরিকায় থাকা নাগরিকদের ফেরত নিতে পারে চীন। দিতে পারে ইউক্রেন সংকট নিরসনে সহায়তার প্রস্তাবও।

ট্রাম্প চীন সফরে গেলে কিছু নির্দিষ্ট দাবি তুলতে পারেন। তাঁর প্রথম দাবি হওয়া উচিত যে চীন যেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাতকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করে। রাশিয়ার যুদ্ধ সক্ষমতা ইউক্রেনে চলমান সংঘাত জিইয়ে রাখছে। তৈরি করছে ইউরোপ ও ট্রান্স-আটলান্টিক নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি হুমকি। যদি সি এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে ট্রাম্প পাল্টা চীনের সেইসব কোম্পানি ও ব্যাংকের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা ভাববেন হয়তো, যারা

রাশিয়াকে ড্রোন, স্যাটেলাইট ও অন্যান্য প্রযুক্তি পেতে সহায়তা করছে। ইউরোপকেও একই পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করতে পারেন। অন্যদিকে সি-কে এটাও স্পষ্ট জানানো হতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, চীন তার অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করবে। বিশেষ করে মার্কিন জ্বালানি ও কৃষিপণ্য কেনার ব্যাপারে।

ট্রাম্প চীনের মার্কিন বিনিয়োগকেও স্বাগত জানাতে পারেন। তিনি এর আগেও বলেছেন যে চীনা কোম্পানিগুলোর ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক গাড়ির কারখানার মতো বিনিয়োগ তিনি সমর্থন করেন। এগুলো আমেরিকানদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রও চীনের কাছ থেকে কিছু প্রযুক্তি আদায় করবে, যাতে মার্কিন কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না থাকে। চীন বহু বছর ধরে বিদেশি কোম্পানিগুলোর প্রযুক্তি হস্তান্তরের শর্ত দিয়ে ব্যবসার সুযোগ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রকেও চীনের সঙ্গে এই নীতিতে এগোতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগামী বহু বছর ধরে চলবে। তবে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণের সুযোগ এনে দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুযোগ তৈরি হয়। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের এই প্রথম বৈঠক যদি ঠিকভাবে এগোয়, তাহলে চীনের সঙ্গে আরও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে।

পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুতেও অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্প চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনা চান। কিন্তু সি চীন পিং পারমাণবিক অস্ত্রের মজুদ বাড়াতে আগ্রহী। ২০৩৫ সালের মধ্যে চীন এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে চায়। আমেরিকান বিশ্লেষকরা মনে করেন ট্রাম্পের উচিত চীনের পারমাণবিক সক্ষমতা সম্পর্কে আরও স্বচ্ছতা দাবি করা। আর নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে পরমাণু, সাইবার ও মহাকাশ প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা করা।

তবে যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে কিছু ছাড় দিতেই হবে। নতুন শুল্ক আরোপ না করার পাশাপাশি কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে আগের শুল্কও প্রত্যাহার করা হতে পারে। একই সঙ্গে চীনকেও দিতে হবে একই ধরনের ছাড়। চীনের স্থায়ী বাণিজ্যসুবিধা অক্ষুন্ন রাখা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে পারে যে পারমাণবিক যুদ্ধ দুই দেশের জন্যই ধ্বংসাত্মক হবে। ট্রাম্প সি-কে ওয়াশিংটনে এক গালভরা আয়োজনে স্বাগত জানানোর প্রস্তাবও দিতে পারেন। এতে চীনা নেতৃত্বের মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।

তবে কিছু বিষয় আলোচনার বাইরে থাকার সম্ভাবনা বেশি। মার্কিন প্রযুক্তির এমন কোনো স্থানান্তর ট্রাম্প অনুমোদন করবেন না, যা চীনের সামরিক সক্ষমতা বাড়ায়। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি কমাবে না। তাহলে তাইওয়ানের ওপর চীনের দাবিকে সমর্থন দেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগামী বহু বছর ধরে চলবে। তবে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণের সুযোগ এনে দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুযোগ তৈরি হয়। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের এই প্রথম বৈঠক যদি ঠিকভাবে এগোয়, তাহলে চীনের সঙ্গে আরও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে।

বনি এস গ্লেসার জার্মান মার্শাল ফান্ডের ইন্দো-প্যাসিফিক প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিউইয়র্ক টাইমস-এর ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

প্রথম নজর

হাইকোর্টের নির্দেশে দোকান ভাঙা হল মগরাহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের চাকদাহাট বাজারে অবৈধ দোকান নির্মাণে হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙ্গা হলো। রাস্তার ধারে অবৈধ দোকান দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে প্রশাসনিক নজরে আশায় তদন্ত শুরু করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। জানাযায় রাস্তার ধারে দোকান ঘর নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন বিচারাধীন অবস্থায় ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে। এই অবৈধ দোকান নির্মাণের ক্ষেত্রেই কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেন দোকান ভেঙে ফেলার। আর এই হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ডিএম ডিসি শুভদীপ চৌধুরি, বিডিও তুহিন শুভ্র মাহান্তি থেকে এসডিপিও সাকিব আহমেদ ও মগরাহাট থানার ওসি পীযূস কান্তি মন্ডল বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে দোকান ভাঙার কাজ শুরু করেন। সম্পূর্ণ দোকান ঘর গুলি জেসিবি গাড়ি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিতে থাকেন।

ডালখোলায় পোলিও টিকাকরণ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে আজ ছোট শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানো হলো। শিশুদের সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাকেশ সরকার। সকাল থেকেই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীদের তৎপরতা চোখে পড়ে। স্থানীয় শিশুদের পোলিওর দুই ফোঁটা টিকা খাওয়ানো হয়, যাতে তারা এই মারাত্মক ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকে। শিশুদের অভিভাবকরাও এই কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন এবং পোলিও টিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। কাউন্সিলর রাকেশ সরকার বলেন, "আমাদের ওয়ার্ডের প্রতিটি শিশু যেন পোলিওমুক্ত ভবিষ্যৎ পায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। তাই অভিভাবকদের সচেতন করা এবং টিকাকরণ নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।" এই কর্মসূচিতে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও পৌরসভার কর্মকর্তারাও অংশ নেন। টিকাকরণ কেন্দ্রগুলোর বাইরে মাইকিং করে অভিভাবকদের আহ্বান জানানো হয়, যাতে কোনো শিশু গুরুত্বপূর্ণ ডোজ থেকে বঞ্চিত না হয়।

দাসপুরে মাটির তলা থেকে উদ্ধার শতাধিক বছরের পুরনো সিন্দুক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুরের গোপিগঞ্জ এলাকায় মাটির তলা থেকে উদ্ধার কয়েকশো বছর পুরনো সিন্দুক । এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য। ওই সিন্দুকের মধ্যে প্রচুর সোনার টাকা মনি মানিক্য রয়েছে ছড়িয়ে পড়ে গুজব চারদিকে। কাতারে কাতারে মানুষ ছুটতে থাকে ওই সিন্দুক দেখার জন্য।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই বিশাল সিন্দুকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ওই সিন্দুকের মধ্যে কিছুই ছিল না। ছুটে আসা মানুষজন মনমরা হয়ে ফিরে যায়।

দাসপুর ২ নম্বর ব্লকের গোপিগঞ্জ এলাকায় এলাকার বাসিন্দা মহাদেব সামন্ত নতুন বাড়ি নির্মাণ করার জন্য মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল সিন্দুক এর মত বিশাল বাক্স। সেই বাক্সে কি আছে সেটা জানার জন্য গ্রামের মানুষ ভিড় করতে শুরু করে। দাসপুর এলাকা একসময় জমিদারদের এলাকা ছিল। রয়েছে পুরনো অনেক স্মৃতি। সেই কথাই মনে রেখে পুরনো খাঁজানার কথা মনে পড়ে এলাকার মানুষের। অন্যদিকে, বাড়ির মালিককের মনে প্রশ্ন আসে এই বাক্সের মধ্যে কী আছে? অবশেষে অনেক জল্পনা পর সেই বাক্স খোলা হয়। সেই বাক্স খুলতেই হতবাক এলাকার মানুষজন ।কি বের হল সেই বাক্স থেকে। কি ছিল সেই বাক্সের মধ্যে, এই জল্পনার মধ্যেই বাক্স যখন খোলা হয় রীতিমত চক্ষু চড়ক সবার। যেই বাক্সকে কেন্দ্র করে দাসপুরের গোপিগঞ্জ এলাকার মানুষজনের মনে তৈরি হয়েছিল নানা জল্পনা নানা গল্প। পুরনো দিনের হীরে, জহরত, সোনার কয়েন সহ খাজনার কথা। সে জায়গায় শুধু ফাঁকা বাক্স দেখে মন খারাপ হয়ে যায় এলাকার মানুষের। ফিরে যান সবাই সেই খালি বাক্স দেখে গোপিগঞ্জ এলাকা থেকে। পুলিশ ঐ সিন্দুকটি আটক করে থানায় নিয়ে গেছে।

ইসলামোফোবিয়া নিয়ে আলোচনা সভায় সংবর্ধনা কামরুজ্জামানকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লাউহাটি

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের লাউহাটিতে অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সভা। সোমবার লাউহাটির আল নূর ইসলামিক মডেল স্কুলে এই আলোচনা সভায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে। পাশাপাশি রাজ্য তথা দেশজুড়ে বেড়ে চলা ইসলামোফোবিয়া রুখতে বিশেষ আলোচনা সভা হয়। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাশেমী ও সহ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন বলেন, আমাদের সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান সাহেব সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হওয়ায় "মুসলিম গৌরব হিতৈষী সম্মান" তাঁকে দেওয়া হল। আগামীদিনে সংগঠনের ব্লক কমিটি, জেলা কমিটি ও রাজ্য কমিটিকে ঢেলে সাজিয়ে রাজ্য সম্মেলন করা হবে। তারই প্রস্তুতি সভা এবং যেভাবে এরাজ্যে ইসালোমফবিয়া বাড়ছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, আমার সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ায় খুশি। পাশপাশি যেভাবে একশ্রেণির নেতারা এ রাজ্যেও ইসলাম আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে শাসক দলের কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলে তিনি নিন্দা জানান। ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ওবিসি বাতিল সহ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু কাউন্সিলের রাজ্য সহ সভাপতি খলিল মল্লিক ও গোলাম রহমান, মাহমুদুল হাসান, আলি আকবর, জসিম উদ্দিন, বাবর হোসেন, আব্দুল হান্নান, ডা: মনিরুল ইসলাম, হাসানুজ্জামান, আব্দুর রহিম, জানে আলম প্রমুখ।

হিমঘর না থাকায় জলের দরে বিক্রি করতে হচ্ছে টমেটো, সঙ্কটে পুরুলিয়ার চাষিরা

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: টমেটো টাকা কেজি, ১০ টাকায় আবার পাওয়া যাচ্ছে ১৫ কেজি। অন্যান্য সবজির দামও ঠেকেছে তলানিতে। চাষ করে মাথায় হাত কৃষকদের। জেলাতে নেই কোন হিমঘর। তাই শীতকালীন সবজি চাষ করে ফি বছর জলের দরে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয় জেলার বিভিন্ন ব্লকের চাষীদের। পরম্পরা গতভাবে যেন এ বছরও জেলার চাষীরা বিশেষ করে টমেটো চাষে এতটাই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে যে, ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে চাইছেন। মানবাজার বিধানসভা এলাকার একটা বৃহৎ অংশের মানুষ শীতকালীন সবজি থেকে মুনাফা লাভের আশায় থাকেন। কিন্তু মেট্যালা গ্রামের জবা মাহাতো দীপক, মাহাতোরা জানান, এই সময় টমেটো রয়েছে রাঙা হয়ে মাঠ ভর্তি। কিন্তু দর কোথায়? সার, বীজ, সেচ সবই তো খরচা বহুল। গতর খাটিয়ে ফসল ফলিয়েও দাম নেই! বিঘার পর বিঘা জমিতে পড়ে রয়েছে লাল টমেটো। রুখাসুখা পুরুলিয়ার মাটিতে যেন রক্ত চক্ষু দেখাচ্ছে পাকা টমেটো। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা আদিত্য মাহাতো জমি লিজ নিয়ে চাষ করেছেন। ঋণের বোঝা রয়েছে এতটাই যে, ভিন রাজ্যে কাজ করে দেনা মেটাতে হবে বলে জানালেন। অন্যদিকে বলরামপুর শহরে দেখা গেল এক বিরল দৃশ্য। বাজারে ফেলে দেওয়া টমেটোর গাদা। সেই মাঠের ফলন বাজারজাত হওয়ার পরও যাচ্ছে গরুর পেটে। আড়শা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় চাষী পরিবারের লোকজনেরা ছাগলকে দিচ্ছে টমেটো। বিক্রি হচ্ছে না, টাকা কেজি টমেটো দশ টাকায় ১৫ কেজি। কোথাও আবার বিক্রি হচ্ছে না সেই দামও। বাধ্য হয়ে গরু ছাগলকে খাওয়াতে হচ্ছে টমেটো। যার কারণে ঋণগ্রস্ত চাষিরা সমস্যায় পড়েছেন একাধিক। কিভাবে সংসার প্রতিপালন করবে? কিভাবে বা চাষের খরচ জোগাড় করবে পরবর্তীতে? সেই চিন্তাতেই ঘুম উড়েছে এখন তাদের। রয়েছে মহাজনদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের বোঝা, এইভাবে চলতে থাকলে চাষাবাদ ছেড়ে বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজতে হবে তাদের।

বিজেপির বিষ্ণুপুর মন্ডল সভাপতির তালিকা প্রকাশ হতেই শুরু গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির মন্ডল সভাপতি তালিকা প্রকাশ হতেই বিষ্ণুপুর চার নম্বর মন্ডলের সভাপতি মানছি না মানবো না পোস্টার, বিজেপির দাবি পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল, তৃণমূলের দাবি এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ, পোস্টার নিয়ে বিষ্ণুপুরে রাজনৈতিক তরজা । সম্প্রতি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মন্ডল সভাপতির লিস্ট প্রকাশে এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই লিস্ট প্রকাশে আসতেই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের অদুরে বিষ্ণুপুর এক্সচেঞ্জ মোর সংলগ্ন এলাকায় বিষ্ণুপুর মন্ডল চারের সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়লো। পোস্টারে লেখা রয়েছে "ভুয়া ডাক্তারের বউ শুক্লা চ্যাটার্জি

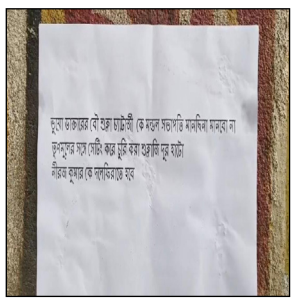

কে মন্ডল সভাপতি মানছি না মানবো না তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং করে চুরি করা শুক্লাজি দূর হাটো নীরজ কুমারকে দলে ফেরাতে হবে"। আর তাতেই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় রাজনৈতিক চাপানোতর। এই পোস্টার নিয়ে শাসকবিরোধী একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতেই ব্যস্ত। বিজেপির অভিযোগ এই পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। মন্ডল সভাপতি শুক্লা চ্যাটার্জির দাবি এটা বিরোধীদের চক্রান্ত বিজেপির মধ্যে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। বিজেপির সক্রিয় কর্মীদের ভোটে তিনি মন্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। লোকসভা ভোটে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে, তাই তৃণমূল এই কাজ করেছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দিব্যেন্দু ব্যানার্জির দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ তৃণমূল এই ধরনের কাজ করে না। তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নে ব্যস্ত মানুষের কাজ করতে ব্যস্ত। এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এর আগেও একাধিকবার বিজেপির গোষ্ঠী প্রকাশ্যে এসেছে এটাও তার একটি উদাহরণ। তিনি আরো বলেন তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে কেউ কেউ এই উন্নয়নে সামিল হতে চাইছেন। ***ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস***

মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে 'মওলা পাক'-এর উরস

আমীরুল ইলাম ● বোলপুর

আপনজন: মহান সুফি সাধক হযরত সৈয়দ শাহ মুরশেদ আলী আল কাদেরী আল হাসানী আল হুসায়নী আল বাগদাদী-র ১২৪ তম বার্ষিক উরস উৎসব সোমবার ও মঙ্গলবার যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। সুফি কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর ১৯ তম বংশধর। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৪ই ফাল্গুন, (ইং-১৯০১) 'মওলা পাক' এর 'বেসালে হক' এর পর থেকে বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি বছর ৪ই ফাল্গুন এই উরস উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই উপলক্ষ্যে মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে অবস্থিত মওলা পাকের মাযার শরীফে, পার্শ্ববর্তী দায়রা পাকে ও 'মওলা পাক' এর সাধনস্থল কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত ইস্ত্রীগঞ্জ পাকে কয়েকদিন আগে থেকেই ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে তাঁর পূর্বপুরুষ সিরিয়ার হামা শরীফ ও ইরাকের বাগদাদ শরীফ থেকে হিন্দুস্থানে তশরিফ আনেন ও এখানে সুফি কাদেরিয়া তরিকার প্রসার ঘটে। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৪ ই ফাল্গুন হিসাবে আজ সোমবার ১৭ ই ফেব্রুয়ারি 'মওলা পাক' নামে খ্যাত হযরত সৈয়দ শাহ মুরশেদ আলী আল-কাদেরী আল-বাগদাদী-র ১২৪ তম বার্ষিক উরস উৎসব পালিত হচ্ছে মেদিনীপুর শহরের জোড়া মসজিদে অবস্থিত মওলা পাকের মাযার পাকে, নিকটবর্তী দায়রা পাকে ও কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর ইস্ত্রীগঞ্জ পাকে।

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৪ ই ফাল্গুন ইংরেজি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মওলা পাকের 'বেসালে হক'এর পর থেকে প্রতি বছর বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৪ই ফাল্গুন এই উরস উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে 'মওলা পাক' এর পূর্ব পুরুষ হিন্দুস্থানে তশরিফ আনলে এখানে সুফি কাদেরিয়া তরিকার প্রসার ঘটে।

নয়াদিল্লিতে ভারত টেক্স-এ অংশ নিলেন শিল্পী তৃপ্তি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে ভারত টেক্স ২০২৫ উদ্বোধন করেন গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারী , যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম টেক্সটাইল এক্সপোর সূচনা হয়। জানা যায় যে,বস্ত্র মন্ত্রকের সহায়তায় ১২ টি টেক্সটাইল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের একটি কনসোর্টিয়াম দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপে ভারত টেক্স ২০২৫ পরিদর্শনকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এবং বিদেশ ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পবিত্রা মার্গারিটা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল শিল্পের অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানে ৬,০০০ বিদেশী ক্রেতা অংশগ্রহণ করেছেন - যা গত বছরের অংশগ্রহণের চেয়ে দ্বিগুণ। যাহা বিশ্বের বৃহত্তম টেক্সটাইল মেলা হিসেবে এর মর্যাদাকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রায় ১২০ টি দেশের ৫,০০০ এরও বেশি প্রদর্শক এবং অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে, ভারত টেক্স ২০২৫ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য, বিনিয়োগ আলোচনা এবং নীতি সংলাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, গাড়ি উল্টে মৃত

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: জীবন্তিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, ডাম্পারের ধাক্কায় উল্টে গেল একটি ম্যাজিক চারচাকা গাড়ি আর সেই গাড়িতে চাপা মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের, গুরুতর আহত মা। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের দাবীতে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে ঘন্টাখানেক বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। যদিও পুলিশ প্রশাসন এলাকাবাসীর দাবি মেনে নিলে পরীক্ষার জন্য অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে সকাল ৮ টা নাগাদ বহরমপুর দিক থেকে একটি ডাম্পার গাড়ি ও একটি চার চাকা ম্যাজিক গাড়ি দ্রুত গতিতে পাল্লাপাল্লি দিয়ে কান্দির দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় কান্দির থানার জীবন্তি লক্ষীনারায়নপুর গ্রামে ডাম্পার গাড়িটি প্রথমে চার চাকা ম্যাজিক গাড়িতে ধাক্কা মারলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকা ম্যাজিক গাড়িটি উল্টে গিয়ে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলের মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় চার বছরের শিশুর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাল পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন উৎপল

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: মাল পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে উৎপল ভাদুড়িকে শপথ বাক্য পড়ালেন মহকুমাশাসক শুভম কুন্ডাল। সোমবার দুপুর ১২ টা নাগাদ মহকুমাশাসকের সভা কক্ষে প্রথাগত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি মাল পৌরসভার বোর্ড মিটিংয়ে তৃনমুল কংগ্রেসের ১৪ জন কাউন্সিলর একমত হয়ে উৎপল ভাদুড়ি নাম চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা করেন। সোমবার প্রশাসনিক নিয়ম মেনে মহকুমাশাসক শপথ বাক্য পাঠ করান। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদায়ী চেয়ারম্যান সাহাকে তৃনমুল কংগ্রেস দল থেকে নিলম্বিত করা হয়। তারপর নানান ঘটনা প্রবাহের পর গত জানুয়ারি মাসে স্বপন সাহা চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির নাম চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা হয়। সোমবার প্রশাসনিক ভাবে চেয়ারম্যান হিসাবে দ্বায়িত্ব পেলেন। এদিন তাকে পুষ্প স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী চেয়ারম্যান স্বপন সাহা ও অন্যান্য কাউন্সিলররা। দায়িত্ব পেয়ে উৎপল ভাদুড়ি বলেন, দ্রুত থেমে থাকা কাজ শুরু করতে হবে। উন্নয়ন মুলক কাজ নব ছন্দে শুরু হবে।

ফেনসিডিল উদ্ধার করতে গিয়ে মার খেল বিএসএফ

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ফেনসিডিল উদ্ধার করে গিয়ে মার খেল বিএসএফ। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বিএসএফের গাড়ি। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। জানা গিয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জের মথুরাপুরে মাথাভাঙ্গা নদীর ধারে ইভার পাম্প ওখানে প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিল মজুদ রাখা আছে পাচারের জন্য বলে খবর মেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিএসএফ তল্লাশি চালাতে গেলে গ্রামবাসীর বাধা দেয় বিএসএফকে এবং ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিএসএফের গাড়ি ভাঙচুর করার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকরা আসলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গ্রামবাসীরা। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণগঞ্জে মাটির তলায় বাঙ্কারের ভিতর থেকে হাজার হাজার ফেনসিডিল উদ্ধারকে ঘিরে গোটা রাজ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এবার ফেনসিডিল উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হল বিএসএফ।

শীতের বিদায়

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: যাই যাই করছে শীত।যেন শেষ ইনিংস খেলছে।এদিকে ইতিউতি উঁকি দিচ্ছে গরম।জানান দিচ্ছে তার আগমনের।শীতের এই শেষ বেলাতেও কুয়াশা বেশ জাঁকিয়ে তার উপস্থিতিকে জানান দিচ্ছে। এখন প্রায় প্রত্যেকদিন কুয়াশার আড়ালে ঢাকা পড়ছে সকাল। অনেক সময় কুয়াশার জন্য অনেকক্ষণ কিছুই দেখা যায় না। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় গাড়ি চালকদের।

মাধ্যমিক পরীক্ষার চতুর্থ দিনে মালদায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষার চতুর্থ দিনে সোমবার মালদায় এলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন মালদা এসেই প্রথমে মালদা শহরের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে বেড়িয়ে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। সোমবার চতুর্থ দিনে ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেন। কথা বলেন পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষক, পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত বছর মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস

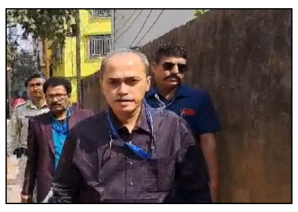

কান্ডে মালদার নাম জড়িয়েছিল। তাই এবছর মালদায় মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। যার অঙ্গ হিসেবেই সোমবার চতুর্থ দিনের পরীক্ষায় মালদায় আসেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয়, খোঁজখবর নেন বলে জানা গেছে।

পরপর ফ্ল্যাটে চুরি রেনেসাঁ উপনগরীতে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমানের রেনেসাঁ উপনগরীতে একাধিক ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা ১০ ও ১২ নম্বর টাওয়ারের দুটি ফ্ল্যাট থেকে চুরি করে পালিয়েছে। একই রাতে ১১ নম্বর টাওয়ারের ফ্ল্যাটের চুরির চেষ্টা হলেও বাসিন্দারা জেগে ওঠায় সেটি ব্যর্থ হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১০ নম্বর টাওয়ারের বাসিন্দা শ্রাবণী মল্লিক কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে চোরেরা ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে সর্বস্ব লুট করে পালায়।

শব্দের ঝংকার-এর ছেচল্লিশ বছরের পদার্পণে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লিটল ম্যাগাজিন জগতে শব্দের ঝংকার পত্রিকা ৪৬ বছর পার করেছে। সাময়িক পত্রিকার প্রায় অর্ধশত বছর মানে গর্বের বিষয়। শনিবার কৃষ্ণপদ ঘোষ হলে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে কথা গুলো বলেছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। বিশিষ্ট সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, শব্দের ঝংকার এর মত লিটল ম্যাগাজিন গুলো হল লেখক তৈরি করার আঁতুড় ঘর। এদিন পত্রিকার তরফে সম্মানীয় সাহিত্যিকদের স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানান হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক ও সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খান। ড, সমরেন্দ্র ঘোষ, কবি ও সাংবাদিক গালিব ইসলাম, নব গোপাল চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। স্বপন পাল সভা পরিচালনা করেন। সুনীল মুখোপাধ্যায়,প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও সমস্ত সাহিত্য সহযোদ্ধাদের প্রতি একমিনিট শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। সমবেত সঙ্গীত দিয়ে সভার সূচনা করেন শীবেন গুহ, চন্দনা কুন্ডু,রুপা দত্ত চৌধুরী ও ময়ুরাক্ষী। স্বরচিত কবিতা পাঠে ছিলেন সুদিপা সাহা,অমর কুমার দাস,ড,শুভদীপ ব্যানার্জী,সোমা নায়ক, লোপামুদ্রা কুন্ডু, অভিষিক্তা দে,দীলিপ কংসবনিক,চামেলী দাস, শুভাশিস চ্যাটার্জী ও জুয়েলা ব্যানার্জী সহ অসংখ্য কবি।আবৃত্তি করেন হাসিনা আনজুম মোনালিসা, অন্তরা ঘোষ কর্মকার, আলিম সরদার, তিতলি রায় ছাড়াও অনেকে।

ইউনাইটেড ভুগছে গোলখরায়, ধারে গিয়ে আন্তনি যেন গোলমেশিন

আপনজন ডেস্ক: কখনো কখনো ঠিকানা বদলে ফেললে নাকি ভাগ্য বদলে যায়। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার আন্তনি এমন সুখকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। ২০২২ সালে অনেক আশা নিয়ে আন্তনিকে কিনেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। নেদারল্যান্ডসের সফলতম ক্লাব আয়াক্সের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে ইউনাইটেডকে খরচ করতে হয় ৮ কোটি ২০ লাখ পাউন্ড (বর্তমানে ১ হাজার ২৫০ কোটি ৮৬ লাখ টাকা)। কিন্তু ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাওয়ার পর থেকেই নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকেন আন্তনি। একপর্যায়ে হয়ে ওঠেন দলের বোঝা। শেষ পর্যন্ত এবারের শীতকালীন দলবদলে আন্তনিকে ধারে রিয়াল বেতিসে পাঠায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। স্পেনের ক্লাবটিতে গিয়ে ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড শুধু ছন্দই ফিরে পাননি, রীতিমতো গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন। ওদিকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গোলখরায় ভুগছে ইউনাইটেড।
গত রাতে প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের বিপক্ষে ১–০ ব্যবধানে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এ হারে পয়েন্ট তালিকার ১৫ নম্বরে নেমে গেছে রুবেন আমোরিমের দল। মানে, অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র তিন ধাপ ওপরে। একই রাতে লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৩–০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল বেতিস। ৫১ মিনিটে বেতিসের প্রথম গোলটা আন্তনিই করেছেন। দারুণ এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার ১৫ নম্বর থেকে একলাফে আটে উঠে এসেছে মানুয়েল পেলেগ্রিনির দল। এ যেন আন্তনির পৌষ মাস, আর তাঁর মূল ক্লাব ইউনাইটেডের সর্বনাশ!
প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেড এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচ হারল। এর চেয়েও বড় দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস ও টটেনহামের বিপক্ষে আলেহান্দ্রো গারনাচো, রাসমুস হইলুন্দ, ইয়োশুয়া জির্কজিদের গোল না পাওয়া। লিগে সর্বশেষ তিন ম্যাচে রেড ডেভিলদের গোল মাত্র একটি, সেটাও আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেজের সৌজন্যে। যাঁর কাছ থেকে নিয়মিত গোল আসছিল, সেই আমাদ দিয়ালোও সম্প্রতি গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন। সেই চোট এতটাই গুরুতর যে এই মৌসুমে আর খেলতে পারবেন না। এমন বিপদের সময়ে আন্তনিকেও পাচ্ছে না ইউনাইটেড। কারণ, তাঁকে এ বছরের জুন পর্যন্ত বেতিসের কাছে ধার দিয়েছে তারা। আরেক ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ডকে ধারে অ্যাস্টন ভিলায় পাঠানো হয়েছে। রিয়াল বেতিসের জার্সিতে আন্তনি চার ম্যাচেই করেছেন ৩ গোল, সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছেন ১টি, পেনাল্টি আদায়ও করে দিয়েছেন ১টি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনবার। প্রিমিয়ার লিগে যেখানে ৬২ ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ৫ গোল, সেখানে লা লিগায় ৩ ম্যাচেই ২টি।
অথচ এই আন্তনিই ২০২৪–২৫ মৌসুমে ইউনাইটেডের হয়ে ১৪ ম্যাচে করতে পেরেছেন মাত্র ১ গোল। সেটাও ইংল্যান্ডের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা লিগ কাপে (কারাবাও কাপ নামে পরিচিত)। প্রিমিয়ার লিগে আট ম্যাচ খেলে শুরুর একাদশে ছিলেন মাত্র একটিতে। কয়েকটি ম্যাচে কোচ আমোরিম তাঁকে স্কোয়াডেই রাখেননি।
তবে ইউনাইটেডে উপেক্ষিত আন্তনিতেই আস্থা রেখেছেন পেলেগ্রিনি। ২০১৩–১৪ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটিকে প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতানো এই কোচ বেতিসের সর্বশেষ চার ম্যাচেই আন্তনিকে শুরু থেকে খেলিয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারও নতুন ঠিকানায় গিয়ে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন।
অনেক ফুটবলারই বড় ক্লাবের সংস্কৃতি, খেলার ধরন ও কোচের কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না। তার মানে এই নয় যে সেই ফুটবলার ফুরিয়ে গেছেন। আন্তনি যেন এই কথাগুলোরই সর্বশেষ উদাহরণ।
আন্তনির সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ধারে বেতিসে খেলতে গিয়ে তিনি যেভাবে গোল করে চলেছেন, তাতে আগামী মৌসুমেই হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনবে ইংলিশ ক্লাবটি।

৫০২ দিন পর গোল খরা কাটল নেইমারের

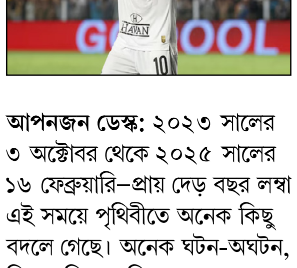

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি–প্রায় দেড় বছর লম্বা এই সময়ে পৃথিবীতে অনেক কিছু বদলে গেছে। অনেক ঘটন-অঘটন, বিপ্লব, বিদ্রোহ কিংবা গণ অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছে গোটা পৃথিবী। এর মধ্যে ঘটেনি শুধু একটি ঘটনা। এই ৫০২ দিনে কোনো গোল করতে পারেননি নেইমার। অবশেষে আজ সেই গোলের দেখা পেয়েছেন ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড। সান্তোসের হয়ে গোল করেছেন অ্যাগুয়া সান্তার বিপক্ষে। যে গোলটি এসেছে পেনাল্টি থেকে। নেইমার যে লম্বা সময় গোল করতে পারেননি, সেই দায় অবশ্য পুরোপুরি তাঁর নয়। ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল করা এই ফুটবলার মাঠেই নামতে পারেননি অনেক দিন। ভুগেছেন চোটে। যে কারণে নিয়মিত খেলতে না পারায় তাঁকে বিদায়ও জানিয়ে দিয়েছে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। ফলে শীতকালীন দলবদলে ক্লাব বদলে নেইমার চলে আসেন শৈশবের ক্লাব ব্রাজিলের সান্তোসে। আর এই ক্লাবের হয়ে চতুর্থ ম্যাচে এসে গোল পেয়েছেন সান্তোসের রাজপুত্র। ম্যাচের ১২ মিনিটে বক্সের ভেতর ড্রিবল করে ঢোকার চেষ্টা করে ফাউলের শিকার হন নেইমার। পরে নিজের আদায় করা পেনাল্টিতে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। নেইমারের গোলের পর শেষ পর্যন্ত সান্তোস ম্যাচ জিতেছে ৩-১ গোলে।
সান্তোসে ফেরার পর এটি নেইমারে প্রথম জয়। এর আগে যে তিন ম্যাচে নেইমার খেলেছেন, তার মধ্যে দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে, অন্যটিতে হেরেছে সান্তোস।
সান্তোসের হয়ে গোল করার আগে নেইমার সর্বশেষ গোলটি করেছিলেন আল হিলালের হয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে নাসাজি মানজাদারানের বিপক্ষে আল হিলালের ৩-০ গোলের জয়ে ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন এই ব্রাজিলিয়ান। কিন্তু এর পরপরই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে গুরুতর চোটে পড়েন সাবেক এই বার্সেলোনা তারকা। যা তাঁকে লম্বা সময়ের জন্য পাঠিয়ে দেয় মাঠের বাইরে। গত অক্টোবরে মাঠে ফিরলেও খেলেছেন মাত্র দুই ম্যাচ।

স্পিনে সব ওভার, স্পিনে সব উইকেট: ক্রিকেটে নতুন বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: ওমানের রাজধানী মাসকাটের আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ড। এখানেই চলছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ ২-এর নবম রাউন্ড। সব ম্যাচ একই মাঠে হওয়ায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহৃত পিচগুলোতেই খেলানো হচ্ছে। শুকনা-মন্থর পিচে স্পিনও ধরছে বেশ।
এ ধরনের পিচ থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতেই হয়তো ওমান অধিনায়ক যতীন্দর সিং দুই প্রান্ত থেকেই স্পিনার ব্যবহার করেছেন। সতীর্থ স্পিনাররা যতীন্দরের আস্থার প্রতিদান দিয়ে এমন কাণ্ড করে ফেলেছেন, যা বিশ্ব রেকর্ডের জন্ম দিয়েছে। তা-ও একটি নয়, দুটি! ওয়ানডে ইতিহাসে টানা দুই ম্যাচে স্পিনার দিয়ে প্রতিপক্ষদের অলআউট করা একমাত্র দল ওমান। ওয়ানডে ম্যাচের এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ওভার পেসার বা ফাস্ট বোলার ব্যবহার না করার রেকর্ডটাও এখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির।
মাসকাটে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ লিগ ২-এর নবম রাউন্ডে স্বাগতিক ওমানের সঙ্গে খেলছে যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়া। গত রোববার এই রাউন্ডের তৃতীয় ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ৭ উইকেটে এবং গতকাল পঞ্চম ম্যাচে নামিবিয়াকে ২ উইকেটে হারিয়ে দেয় ওমান। দুটি ম্যাচই ছিল লো-স্কোরিং। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সব কটি উইকেট নেন ওমানের চার স্পিনার। তাঁদের স্পিন আক্রমণও বেশ বৈচিত্র্যময়। বাঁহাতি স্পিনার শাকিল আহমেদ নিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪ উইকেট। আরেক বাঁহাতি ওয়াসিম আলীর শিকার ১টি। অফ স্পিনার জয় ওদেররা ৩টি এবং লেগ স্পিনার সময় শ্রীবাস্তব নিয়েছেন ২টি উইকেট। ম্যাচটিতে ফাস্ট বোলার হাসনাইন শাহ ৩ ওভার ও মিডিয়াম পেসার সুফিয়ান মেহমুদ ৫ ওভার বল করলেও উইকেট পাননি।
তবে গতকাল নামিবিয়ার বিপক্ষে একবারের জন্যও পেসারদের বোলিংয়ে আনেননি ওমান অধিনায়ক যতীন্দর। দুই পাশ থেকে লাগাতার স্পিনারদের হাতে বল তুলে দিয়েছেন। তাঁদের দিয়ে নামিবিয়াকে অলআউট করতে ওমানের লেগেছে ৩৩.১ ওভার। ইনিংসজুড়ে বল করেছেন পাঁচ স্পিনার–বাঁহাতি শাকিল আহমেদ ও আমির কলিম, অফ স্পিনার জয় ওদেদরা ও সিদ্ধার্থ বুক্কাপত্তনম এবং লেগ স্পিনার সময় শ্রীবাস্তব। এই ৫ জন মিলেই নামিবিয়ার ১০ উইকেট নিয়েছেন।
এর মধ্য দিয়ে টানা দুই ম্যাচে স্পিনার দিয়ে প্রতিপক্ষদের অলআউট করার বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ওমান। আবার নামিবিয়ার খেলা ৩৩.১ ওভার কোনো ওয়ানডে ম্যাচে পেস বোলিং ছাড়া দীর্ঘতম ইনিংস।
পেসাররা এক ওভারও বল করেননি–ছেলে ও মেয়েদের ওয়ানডে মিলিয়ে এমন ঘটনা ঘটল চতুর্থবার। ছেলেদের ওয়ানডেতে দ্বিতীয়বার।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: পাকিস্তানে ভারত নেই, তাই ভারতের পতাকাও নেই

আপনজন ডেস্ক: এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির একমাত্র দল ভারত, যারা পাকিস্তানে খেলতে যাচ্ছে না। রোহিত শর্মাদের সব ম্যাচ হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) হলেও কিছু ম্যাচ দুবাইয়ে হওয়ার কারণও ভারতই। এমনকি আইসিসি টুর্নামেন্টের আগে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অধিনায়কেরা আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে অংশ নিলেও ভারতের রোহিত শর্মা সেখানে যাচ্ছেন না। এমন প্রেক্ষাপটে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে দেখা গেল অন্য চিত্র। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশ নেওয়া ৮ দলের মধ্যে ৭ দলেরই পতাকা লাগানো হয়েছে স্টেডিয়ামে। নেই শুধু ভারতের পতাকা। কেউ কেউ বলছেন, ভারত ক্রিকেট দল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাচ্ছে না বলেই পিসিবি ভারতের পতাকা রাখেনি। যদিও এ বিষয়ে পিসিবির আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, স্টেডিয়ামের মিডিয়া ভবনের ছাদে স্ট্যান্ড ব্যবহার করে বেশ কিছু পতাকা লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়তে দেখা যায়। ভারতের হিন্দুস্থান টাইমসের খবরে বলা হয়, ভিডিওগুলো লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের। সেখানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের পতাকা আছে। কিন্তু ভারতের তেরঙা পতাকা নেই।
নেওয়াজ নামে এক্স ভেরিফায়েড এক ব্যবহারকারী করাচির ভিডিও উল্লেখ করে লিখেছেন, 'করাচিতে ভারতের পতাকা নেই, নিরাপত্তা শঙ্কা দেখিয়ে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে না আসা একমাত্র দল যারা। পিসিবি অন্যান্য অতিথি দেশের পতাকা রাখলেও ভারতের পতাকা সরিয়ে ফেলেছে।' পোস্টে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে সাধুবাদও জানিয়েছেন তিনি। হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে, গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ভারতের পতাকা না রাখাকে সমর্থকেরা বিসিসিআইয়ের পাকিস্তানে দল না পাঠানোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জবাব হিসেবে দেখছেন।
সরকারের অনুমতি না থাকায় বিসিসিআই ভারত ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে পাঠাবে না জানানোর পর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘিরে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ে সূচিও ঘোষণা করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিসহ পাকিস্তান ও ভারতে আয়োজিত সামনের চারটি আসর 'হাইব্রিড মডেলে' আয়োজনের সমঝোতায় নির্ধারিত সময়ে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে যাবে না বলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির একটি সেমিফাইনাল ও ফাইনাল কোথায় হবে, এখনো নিশ্চিত হয়নি।
এবারের আসরে ভারত খেলছে 'গ্রুপ-এ'তে। যেখানে ২০ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। এই গ্রুপের অপর দুই দল পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড। আগামী বুধবার করাচিতে এ দুই দলের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির নবম আসর।

সাগর আলীকে শুভেচ্ছা জানাতে মানুষের ঢল

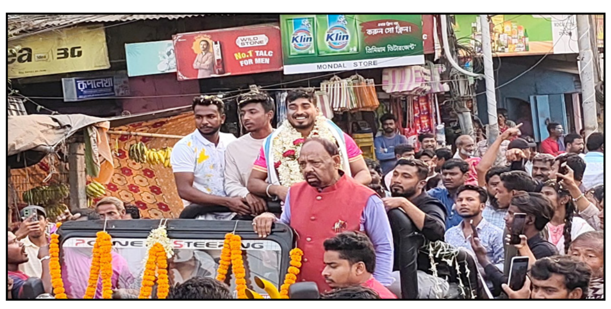

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ তথা আই এস পি এল এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় 'মাঝি মুম্বাই' বনাম 'শ্রীনগর কে বীর' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। টসে জিতে মুম্বাই ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিলে 'শ্রীনগর কে বীর' ব্যাট করতে নেমে সাগর আলী এবং আকাশ তারিকরের দাপুটে ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২০ রান করে। আইএসপিএল টুর্ণামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার কাশিয়ারা গ্রামের ছেলে বাংলার গৌরব সাগর আলী ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন। তাকে পঞ্চাশ লাখ টাকার চেক প্রদান করেন বিগ বি অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয় কুমার, শচীন টেন্ডুলকার প্রমুখ। আজ দুপুরে বিধানসভায় ক্রীড়া মন্ত্রী সহ মেমারির বিধায়ক তাকে শুভেচ্ছা জানান। বিকাল ৪টা নাগাদ মেমারি চকদিঘী মোড়ে এসে পৌঁছালে পরিবারের সদস্য, গ্রামবাসী সহ অগণিত মানুষের ঢল নামে। শুরু হয় পুষ্পবৃষ্টি, মাল্যদান। তাকে শুভেচ্ছা জানান মেমারি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহসভাপতি সেখ মোয়াজ্জেম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মেমারি শহর অতিক্রম করতে সহযোগিতা করেন মেমারি থানার পুলিশ প্রশাসন। মিডিয়ার কাছে সাগর আলীর পিতা, মাতা, স্ত্রী, দাদা-বৌদি আবেগ সহ উচ্ছাস প্রকাশ করেন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ 'ওভারহাইপড', খেলা হবে একতরফা: হরভজন

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ম্যাচ হবে মোট ১৫টি। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ম্যাচটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহও তুঙ্গে। দুই সপ্তাহ আগে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট ছাড়া হলে এক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল। গতকাল দ্বিতীয় দফায় টিকিট ছাড়া হলে শেষ হয়ে যায় এক মিনিটের মধ্যে। তবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি নিয়ে বেশিই মাতামাতি (ওভারহাইপড) হচ্ছে বলে মনে করেন হরভজন সিং। ভারতের এই সাবেক ক্রিকেটারের মতে, দুই প্রতিবেশী দেশের মাঠের লড়াই হবে একতরফা। কারণ, পাকিস্তানের চেয়ে ভারত অনেক বেশি শক্তিশালী। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে ভারত ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে সিরিজ জিতেছে ৩-০ ব্যবধানে। আর পাকিস্তান দল নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে জিতেছে মাত্র ১ ম্যাচ। দুই দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের উদাহরণ টেনে হরভজন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, 'এবারের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ওভারহাইপড। কারণ, এই ম্যাচে (লড়াইয়ের) কিছুই নেই। ভারত খুবই শক্তিশালী। আর পাকিস্তান ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে। পাকিস্তানের দলটি ধারাবাহিক নয়। আর আপনারা যদি ভারতের ব্যাটসম্যান ও বোলারদের সঙ্গে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান-বোলারদের পরিসংখ্যানের পার্থক্য দেখেন, তাহলেই পরিষ্কার ছবি পেয়ে যাবেন।' ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ যেকোনো সময়ই তুঙ্গে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়; টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়িতেই যা বোঝা গেছে। ভারতের হয়ে ১০ বছর আগে সর্বশেষ খেলা হরভজনের ধারণা, রোহিত শর্মা ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের লড়াইটা জমবে না, '(মানুষের আগ্রহের কারণে) টিকিটের দাম অনেক বেড়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না দর্শক যতটা প্রত্যাশা করছেন, ততটা লড়াই মাঠে দেখা যাবে। ২৩ ফেব্রুয়ারির ওভারহাইপড ম্যাচটি আমার তো মনে হয় একতরফা হবে।' একতরফা ম্যাচের সপক্ষে কিছু যুক্তিও তুলে ধরেছেন হরভজন। এ ক্ষেত্রে দুই খেলোয়াড়ের নাম ধরে তিনি বলেন, 'দুই দলের মধ্যে শক্তির পার্থক্য অনেক। বাবর আজম আর রিজওয়ানকে বাদ দিলে পাকিস্তান দুর্বল দল। এ দুজন বাদে অন্য কেউ হাল ধরার মতো নেই। তাদের বোলাররাও ছন্দে নেই।' শুধু বলেই যাননি, পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন ভারতের সাবেক অফ স্পিনার, 'পাকিস্তানের প্রধান ব্যাটসম্যান বাবর, ভারতের বিপক্ষে তার গড় ৩১। অথচ একজন শীর্ষ ব্যাটসম্যানের গড় হওয়ার কথা ৫০। ভারতের বিপক্ষে রিজওয়ানের গড় ২৫। ফখর জামান একমাত্র ব্যাটসম্যান, যার গড় ৪৬। সে-ই ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে নিতে পারে। কিন্তু এর বাইরে ওদের ব্যাটিং সাহস জোগায় না। ভারতের বিপক্ষে ফাহিম আশরাফের গড় সাড়ে ১২, সৌদ শাকিলের মাত্র ৬। আমি যখন পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপের দিকে তাকাই, এ দলটা ভারতের বিপক্ষে লড়াই করতে পারবে বলে মনে হয় না।' পাকিস্তান ব্যাটসম্যানদের বিপরীতে ভারতীয়দের তুলনায় হরভজন বলেন, 'ভারত খুবই শক্তিশালী। রোহিত কিছুদিন আগে রানে ফিরেছে, শুবমান গিলও রানে আছে। অক্ষর প্যাটেল ছন্দে আছে, বিরাট কোহলিও কিছুদিন আগে একটা ফিফটি করল; যদিও আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত, সেই ছন্দে নেই। আমার বিশ্বাস, কোহলি ভালো করবে, কারণ বড় টুর্নামেন্টে সে সব সময়ই জ্বলে ওঠে।'

অভাবের জন্য ৩ বছর নুডলস ছাড়া অন্য কিছু খাননি হার্দিক-ক্রুনাল

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেটের দুই ভাই হার্দিক পান্ডিয়া ও ক্রুনাল পান্ডিয়া আইপিএলে পা রাখার আগে ছিলেন চরম অর্থকষ্টে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস যখন তাদের দলে ভেড়ায়, দুজনে দেখতে ছিলেন লিকলিকে ও রোগা-পাতলা। ওই সময় টাকার অভাবে টানা তিন বছর তারা ম্যাগি নুডলস খেয়ে কাটিয়েছেন।
হার্দিক ও ক্রুনাল সম্পর্কে কথাগুলো বলেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের মালিক নীতা আম্বানি। ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইয়ের খবরে বলা হয়, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে এক অনুষ্ঠানে নীতা কীভাবে তরুণ ও আনকোরা খেলোয়াড়দের তাঁর দলে সুযোগ করে দিয়েছেন, সেই গল্প করতে গিয়ে হার্দিক ও ক্রুনালের কথা বলেন। গুজরাট থেকে উঠে আসা হার্দিক ও ক্রুনাল ২০১৫ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে প্রথমবার আইপিএল খেলতে নামেন। পরবর্তী সময়ে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলেও জায়গা করে নেন দুজনে। ক্রুনাল এই মুহূর্তে জাতীয় দলের আশপাশে না থাকলেও আইপিএলে খেলছেন নিয়মিত, আর হার্দিক মুম্বাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের সাদা বল ক্রিকেটে প্রধান খেলোয়াড়দের একজন।

হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে রবিবার একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয় রাজাপুর থানার অন্তর্গত নেতাজী সংঘের মাঠে। পুলিশ সুপার একাদশ এবং সাংবাদিক একাদশের মধ্যে আয়োজিত এই প্রীতি ম্যাচে উলুবেড়িয়া প্রেস ক্লাবের সকল সাংবাদিকদের পাশাপাশি গ্রামীণ পুলিশ একাদশে অংশগ্রহণ করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার সুবিমল পাল,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডা.জর্জ অ্যালেন জন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। খেলার ফল,পুলিশ সুপার একাদশ ১০ ওভারে ১৫৯ রানের একটি শক্তিশালী লক্ষ্য স্থির করে।জবাবে উলুবেড়িয়া প্রেসক্লাব উৎসাহী প্রচেষ্টা চালিয়ে ১০ ওভারে ৯৯ রান করে।এদিন সাংবাদিক ও পুলিশ সুপার একাদশের মধ্যে এই প্রীতি ম্যাচে জয়লাভ করেন পুলিশ সুপার একাদশ। সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিবেশ এদিনের এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**